ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 November, 2020 ■ আগরতলা, ২৭ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ১০ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দশটি বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা দেশব্যাপী ধর্মঘটে রাজ্যে মিশ্র সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। দশটি বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা দেশব্যাপী ধর্মঘটে রাজ্যেও মিশ্র সাড়া মিলেছে। বন্ধের সমর্থনে আহবানকারীরা যেমন পিকেটিং করেছে, ঠিক তেমনি বিরোধিতা করে বিশেষ করে শাসক দল বিজেপির বিভিন্ন সংগঠন পাল্টা পিকেটিং করেছে। এর ফলে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনার খবর মিলেছে।

পিকেটিং পাল্টা পিকেটিং এর ফলে ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন অংশের মানুষজন রীতিমতো বিপাকে পড়েন। রাজধানী আগরতলা শহরের অফিস লেনে সিআইটিইউর অফিসে ভাঙচুর চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। সিআইটিইউর রাজ্য কার্যালয়ের সাইনবোর্ড ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। সংগঠনের পতাকাও ছিড়ে ফেলে দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে আগরতলায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ছবি নিজস্ব।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ এসে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার খবর পেয়ে সিটু নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে সহ অন্যান্য নেতারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তারা সিটু সদর কার্যালয়ে দুর্বৃত্তদের হামলার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। ঘটনাকে চরম রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে এই রাজ্যে মানুষের কথা বলার অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ আনা হয়।এভাবে বিরোধীদের ওপর হামলা এবং অফিস ভাঙচুর করে বিরোধীদের দমন করা যাবে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সিটু নেতারা।

রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার ড্রপ গেইটেজাতীয় সড়কের ওপর একটি গাড়ি থামিয়ে মহিলা যাত্রী সহ অন্যান্য যাত্রীদের মারধোর করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ট্রাফিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাগাল্যান্ডে মিলেছে হীরা ভাইরাল ভিডিও আলোড়ন

কোহিমা, ২৬ নভেম্বর (হি.স.)।। আসল হীরা-র সন্ধান মিলেছে। অবাক করার মতো ঘটনা হলেও নাগাল্যান্ডের মোন জেলায় স্থানীয় জনগণ হীরা খুঁজে পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। এ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভীষণ আলোড়ন তুলেছে।

সূত্রের খবর, নাগাল্যান্ডের মোন জেলার ওয়াচেনে স্থানীয় জনগণ হীরা-র মতো মণি খুঁজে পেয়েছেন। তবে ওই মণির গুণমান সম্পর্কে এখনও কেউই অবগত নন। ভিডিওয় একটি পাহাড়ি অঞ্চলে স্থানীয় জনগণ মাটি খুঁড়ে ওই মণি বের করছেন বলে দেখা গেছে।

অবশ্য, ওই মণির সন্ধান স্থানীয় জনগণ কীভাবে পেয়েছেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে মোন জেলার বহু মানুষ সেখানে গিয়ে মাটি খুঁড়ে হীরা খুঁজে বের করছেন। ভিডিওয় দেখা গেছে, কাঁদা-মাটির সাথে মিশে ওই হীরার মতো মণি উদ্ধার করছেন স্থানীয় জনগণ। প্রচুর পরিমাণে মণি উদ্ধার করেছেন তাঁরা। ফলে আদৌ ওই মণি হীরা নাকি শুধুই পাথর তা পরীক্ষার পর প্রমাণিত হবে।

গন্ডাছড়ায় যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত পাঁচজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া ভগিরথ পাড়ায় পথদুর্ঘটনায় ৫ জন আহত হয়েছেন। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা যায় একটি দ্রুতগামী গাড়ি যাবার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে গাড়ির ৫ জন যাত্রী গুরুতর ভাবে আহত হন।

ঘটনার সাথে সাথে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনী এবং পুলিশকে। খবর পেয়ে দমকল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১লা ডিসেম্বর থেকে দশম ও দ্বাদশের ক্লাস শুরু, পুরোদমে খুলছে কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকেই সরকারী বিদ্যালয়ে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণী এবং সরকারী ডিগ্রী কলেজ, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় পুরোদমে খুলছে। আজ শিক্ষা দপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের কমিটির বৈঠকে সকলেই এই বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছেন। তবে, স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমোদন ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে চাইছে না দপ্তর। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করার বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় রয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, আজকের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কনফারেন্স হলে শিক্ষা দপ্তর ও উচ্চ পর্যায়ের কমিটির যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্কুল কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খোলার বিষয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হয়েছে। তাতে উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সকল সদস্যরাই আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে সরকারি বিদ্যালয়ে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণী এবং সমস্ত ডিগ্রী কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় পুরোদমে চালু করার পক্ষেই সম্মতি দিয়েছেন। তবে, করোনার প্রকোপের কথা মাথায় রেখে শিক্ষা দপ্তর স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছ থেকে এই বিষয়ে সম্মতি চাইবে। তাই দুয়েকদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করার বিষয়ে মতামত চেয়ে ফাইল পাঠানো হবে।

এদিন তিনি জানিয়েছেন, এডিসি এলাকায় নেইবারহুড ক্লাস যথারীতি চলবে। তাছাড়া বিদ্যালয় এবং কলেজগুলির ক্ষেত্রে প্রধানশিক্ষক ও অধ্যক্ষরা পরিচালনগত সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে, বিদ্যালয়ে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে আসার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সম্মতিপত্র বাধ্যতামূলক বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন।

আজ উচ্চশিক্ষা দপ্তর সমস্ত মহকুমা শাসকদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সেনিটাইজ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে দীর্ঘ সময় ধরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে তাই পুনরায় পঠনপাঠন শুরু হওয়ার আগেই সেনিটাইজ এবং কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যবিধি মেনে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মহকুমা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মৃত সন্তান প্রসবকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ধলাই জেলা হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। মৃত শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ধলাই জেলা হাসপাতাল। অভিযোগ চিকিৎসকের গাফিলতির কারণেই এধরনের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রাজশ্রী দাস নামে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ধলাই জেলা হাসপাতালে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর এন. সী. ঘোষ এর নিকট অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর থেকেই চিকিৎসা পরিসেবা গ্রহণ করে আসছিলেন।

এমনটাই জানিয়েছেন মহিলার স্বামী সৌমেন দাস। তিনি আরো জানান গত সোমবার রাজশ্রী চিকিৎসক এন. সি. ঘোষ এর নিকট এসেছিলেন। ডাক্তার এন. সী. ঘোষ আগামী সোমবার বাচ্চা প্রসব করার দিন ধার্য করে দেয়। তাদের বক্তব্য এরপরই মহিলার প্রচন্ড ব্যথা অনুভব হলে কমলপুর শান্তির বাজার এলাকা থেকে মহিলাকে বুধবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

বৃহস্পতিবার সকালে ব্যথার তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে সিজার করানোর জন্য মহিলাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। ইমার্জেন্সিতে থাকা চিকিৎসক মহিলাকে অপারেশন থিয়েটারে পাঠায়। কিন্তু সন্তান প্রসব হওয়ার পর দেখা যায় শিশুটি মৃত। কিন্তু চিকিৎসকদের বক্তব্য ছিল বাচ্চা ঠিকই রয়েছে। পরিবারের অভিযোগ চিকিৎসা গাফিলতির জন্যই এধরনের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার খবর পেয়ে সাথে সাথেই ছুটে যায় আমবাসা থানার পুলিশ। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাসপাতাল জুড়ে।

ঘরের সিলিং থেকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু কাঠ মিস্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ নভেম্বর।। তেলিয়ামুড়ায় ঘর নির্মাণ করার কাজ করতে গিয়ে সিলিং থেকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে কাঠ মিস্ত্রির। মৃত কাঠমিস্ত্রির নাম বিশ্বজিৎ পাল।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, কাঠমিস্ত্রি বিশ্বজিৎ পাল ঘর নির্মাণের কাজ করতে উপরে উঠলে সিলিং থেকে পা পিছলে পড়ে যান।সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোকজন ও তার সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যান।তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায় নি। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে কাঠমিস্ত্রি বিশ্বজিৎ পাল এর। তার ভেতর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই তেলিয়ামুড়ায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। জানা গেছে পরিবারের তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়জলায় মারপিট, আহত বহু, ধৃত ১, উদ্ধার এয়ার গান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। বড়জলা এলাকা থেকে

একটি এয়ার গান উদ্ধার করলো এনসিসি থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এইদিন বড়জলা এলাকা থেকে এনসিসি থানার পুলিশের নিকট খবর আসে যে বড়জলা এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে মারপিট লেগেছে। এই খবর পেয়ে এনসিসি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। কিন্তু তখন ঘটনাস্থলে কেউই ছিল না। এনসিসি থানার পুলিশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৬/১১ হামলায় নিহতদের স্মরণ শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

আগরতলা, ২৬ নভেম্বর (হি.স.)।। ২৬/১১ মুম্বাই হামলা। আজও সেই বিভীষিকাময় মুহুর্তের কথা মনে হলে আঁতকে উঠেন দেশবাসী। তাই, মুম্বাই হামলার বর্ষপূর্তিতে নিহত সাধারণ নাগরিক ও শহিদদের শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে সারা দেশ। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও আজ সেই বীর যোদ্ধাদের স্যালুট দিয়েছেন।

২০০৮ সালে ২৬ নভেম্বর মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছিল। সন্ত্রাসীদের বর্বরোচিত হামলায় বহু নিরীহ মানুষের প্রাণ গিয়েছিল। মুম্বাই পুলিশ, এনএসজি কমান্ডো সহ প্রচুর সুরক্ষা কর্মী শহিদ হয়েছিলেন। ওই হামলায় সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের মারতে সক্ষম হয়েছিলেন নিরাপত্তা কর্মীরা। একজনকে জীবিত আটক করা গিয়েছিল। আজমল কাসাবকে গ্রেফতার করতে গিয়েও পুলিশের এক হাবিলদারের প্রাণ গিয়েছিল। দীর্ঘ শুনানির পর আজমল কাসাবকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, মুম্বাই হামলার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন বছর হতে না হতেই এই সরকারের প্রতি মানুষ আস্থা হারিয়েছে ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন করে একগুচ্ছ অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, যেভাবে শাসক দলের দুর্বৃত্তরা সিপিআই অফিসে ভাঙচুর চালিয়েছে এমনকী শৌচালয়ে গিয়ে পর্যন্ত ভাঙচুর চালিয়েছে তা নিন্দনীয়। শুধু তাই নয়, এসইউসিআই অফিসে এবং বিভিন্ন মহকুমার পার্টি অফিসগুলিতেও শাসক দলের দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। সাব্রুমের তিন চারটি

পার্টি অফিস, সমন্বয় কমিটির অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে। করবুকে তিন চারটি দোকান ভাঙচুর করা হয়েছে।

শ্রী সরকারের আরো অভিযোগ, গন্ডাছড়ায় পার্টি অফিসে তালা দিয়ে সেখানে বিজেপি-আইপিএফটির পতাকা লাগিয়ে দিয়েছে। ধর্মনগরেও একইভাবে পার্টি অফিসগুলিতে আক্রমণ চালিয়েছে শাসক দলের দুর্বৃত্তরা। কুমারঘাটে একটি কাপড়ের দোকান বন্ধ থাকায় দোকানের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্ভয়ে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ত্রিপুরাবাসী বনধ প্রত্যাখ্যান করেছেন ঃ বিজেপি

আগরতলা, ২৬ নভেম্বর (হি.স.)।। নির্ভয়ে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাড়ি থেকে বের হয়ে ত্রিপুরাবাসী কর্মনাশা বনধ-কে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি করেছেন বিজেপি বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, অতীতে এমনভাবে বনধ-কে প্রত্যাখ্যান করতে দেখা যায়নি।

তিনি দাবি করেন, ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে ভারত বনধ-এ ত্রিপুরায় কোনও প্রভাব পড়েনি। সরকারি অফিস, ব্যাঙ্ক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বনধ-কে প্রত্যাখ্যান করে কাজকর্ম স্বাভাবিক রেখেছে। তাতে প্রমাণিত হয়েছে ত্রিপুরায় সিপিএমের ভীত ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছে।

তিনি কটাক্ষ করে বলেন, বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বনধ-এর সমর্থনে মাঠে নেমেছিলেন। কিন্তু মানুষ তাঁকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর ডাকে সাড়া দেননি কেউ। এতে প্রমাণিত হয়েছে, বনধ-এর বন্ধ্যা রাজনীতি ত্রিপুরাবাসী পছন্দ করেন না।

রতন চক্রবর্তীর দাবি, আজ ত্রিপুরায় নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে মানুষের স্বতঃস্ফূর্তভাবে বনধ-কে প্রত্যাখ্যান করতে দেখেননি। এতে স্পষ্ট, ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার সঠিক দিশায় এগিয়ে চলেছে। জনকল্যাণে কাজ করছে। শুধু তা-ই নয়, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সারা দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, মানুষ তা বিশ্বাস করেছেন।

তিনি এদিন মজা করে বলেন, এই বনধ বামেদের দেউলিয়াপনাকে ধরেছে। কারণ, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহা এবং সাব্রুমে সিপিএম নেতাদের বনধ-এ দোকানে গিয়ে কেনা-কাটা করতে দেখা গেছে। রতনবাবুর কথায়, দীর্ঘ ২৫ বছর বামেদের রাজত্বে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর এখন মানুষ প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে পারছেন।

গাছ থেকে পড়ে কিশোরের মৃত্যু বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ নভেম্বর।। বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখের নতুন মতাইয়ের রাজনগর এলাকার বাসীন্দা চন্দন বৈদ্যের দশ বছরের পুত্র বাড়ির পাশেই জলপাই গাছে উঠে জলপাই পাড়ার জন্য। জলপাই পাড়তে গিয়ে জলপাই গাছ থেকে পড়ে যায়।

চন্দন বৈদ্যের স্ত্রী জয়কে ঘরে না দেখে খোঁজাখুঁজির পর বাড়ির পাশে জলপাই গাছের নিচে পরে থাকতে দেখে চিৎকার চেঁচামেচি করার পর এলাকার লোকজন ছুটে আসে। এলাকাবাসীর সহায়তায় মতাই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক নাবলক জয়কে মৃত বলে ঘোষনা দেয়। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় নাবালক জয় বৈদ্যের মৃতদেহ।

আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর প্রক্রিয়ায় আরও এক ধাপ বিএসএফ-বিজিবির

আগরতলা, ২৬ নভেম্বর (হি.স.)।। আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর

প্রক্রিয়ায় ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী নতুন যাত্রা শুরু করছে। সমন্বয় সম্মেলনে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী পদাধিকারীরা এ-বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আগরতলায় বিএসএফ-বিজিবি সমন্বয় সম্মেলনে দুই দেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত করার দিশা খুঁজে বের করা হয়েছে। তাতে আগামীদিনে সীমান্ত অপরাধ দমনে সহায়তা মিলবে।

আগরতলায় বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার প্রধান কার্যালয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার-এর আইজি সুশান্ত কুমার নাথ এবং বিজিবি-র উত্তরপূর্ব আঞ্চলিক কমান্ডার খন্দকার ফরিদ হাসানের নেতৃত্বে এই সম্মেলন শুরু হয়েছে। তাতে দুই দেশের প্রতিনিধিরা বক্তব্য পেশ করেছেন।

এদিনের সম্মেলনে আন্তর্জাতিক সীমান্তে শান্তি এবং সম্প্রীতি বজায় রাখার অভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএসএফ-বিজিবি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে। প্রসঙ্গত, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৫০ ▫ ২৭ নভেম্বর ২০২০ ইং ▫ ১১ অগ্রহায়ণ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

গোদের উপর বিষফেঁড়া

নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি জীবন-জীবিকার ওপর মারাত্মক আঘাত সৃষ্টি করিতে শুরু করিয়াছে।দীর্ঘ আট মাসের করোনা পরিস্থিতি মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাকে বলিতে গেলে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে।মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন বিপর্যস্ত ঠিক সেই সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইতে শুরু করিয়া আলু পিয়াজ সবজি ইত্যাদির অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি জনজনজীবনে চরম আঘাত নামাইয়া আনিয়াছে। ইহার দায় কেন্দ্রীয় সরকার কোন ভবেই অস্বীকার করিতে পারিবে না।একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্যা সমাধান করিতে পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার কোনো প্রয়াস পরিলক্ষিত হইতেছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের এইসব নীতির প্রতিবাদ জানাইয়াই বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং ট্রেড ইউনিয়ন গুলি আন্দোলনমুখী হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রভাব পড়িয়াছে দেশব্যাপী দশটি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ধর্মঘটকে কেন্দ্র করিয়া।

করোনাকালে বহু মানুষেরই আয় কমিয়াছে, অথচ বাড়িয়াছে জিনিসপত্রের দাম। দু'মাস এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকার পর ফের বাড়িল পেট্রল-ডিজেলের দাম। তাই আশঙ্কাও বাড়িল। এমনিতেই গরিব-মধ্যবিত্তের এখন নুন আনিতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা। মূল্যবৃদ্ধির আঁচে দগ্ধ আম জনতা। প্রায় সব খাদ্যপণ্যের দাম ঊর্ধমুখী। কোনও কিছুরই দাম কমিবার লক্ষণ নাই। আলু, পেঁয়াজ, ভোজ্য তেল-সহ অনেক কিছুরই দাম আগে থেকেই বাড়িয়াছে। এরপর জ্বালানি তেলের দাম আরও বাড়িলে তাহার ধাক্কা স্বাভাবিকভাবেই ফের আসিয়া লাগিবে অন্যান্য জিনিসপত্রের দামে। কারণ তেলের দাম বাড়িলে বাড়িয়া যায় পরিবহণ খরচ। তাই মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা শতগুণ বাড়িয়া গেল। তবু হুঁশ নাই কেন্দ্রের সরকারের। নাই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য যথোপযুক্ত উদ্যোগ। অথচ সঠিক পরিকল্পনা নিলে জিনিসের দাম সাধারণের নাগালে রাখা যাইত। তা না করিয়া দেশের শাসক এখন ভোট-রাজনীতি নিয়াই ব্যস্ত। গত অক্টোবরেই খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল বেশ চড়া, ৭.৬১ শতাংশ। শীতের মরশুমে সাধারণভাবে আনাজপাতির দাম একটু কমই থাকে। এবার ব্যতিক্রম। শাক-সব্জিসহ সবকিছুরই দাম বেশ বেশি। সঙ্গত কারণেই মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক। তাই ফের পেট্রল ডিজেলের দাম বৃদ্ধির ঘটনা অনেকটা গোদের উপর বিষফেঁড়ার মতো। মূল্যবৃদ্ধির হার চড়া হইলে অর্থনীতির ঘুরিয়া দাঁড়াইবার পক্ষেও তাহা প্রতিবন্ধক। এসব জানিয়া বুঝিয়াই কেন্দ্রের তরফে অদ্ভুত সব যুক্তি খাড়া করা হইয়াছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বন্যা ইত্যাদি কারণে সব্জি পচে নষ্ট হইয়া যাওয়ার কারণেই নাকি দাম বাড়িয়াছে। বলিয়াছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এ যুক্তি কি আদৌ ধোপে টিকে? সব্জি না হয় পচে নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অন্যসব জিনিসতাহার দাম বাড়িয়াছে কেন? মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কারণ লকডাউন উঠিতেই যেভাবে পেট্রল ডিজেল দামি হইয়াছে তাহাতে উদ্দেশ্য স্পষ্ট। সরকার তাহার আয় বাড়াইতে তেলে বাড়তি শুল্ক যে চাপাইয়াছে তাহা এখন আর কারও অজানা নয়। ৮২ দিন টানা লকডাউনের জেরে অনেক কিছুই থমকে থাকিবার পর গাড়ির চাকা ঘুরিতেই দফায় দফায় তেল সংস্থাগুলি জ্বালানি তেলের দাম বাড়াইয়াছে। কখনও হয়তো দাম সামান্য একটু কমিয়াছে। কিন্তু বৃদ্ধির তুলনায় তা সামান্যই। সবসময়েই দোহাই দেওয়া হয় বিশ্ববাজারের। তাই প্রশ্ন উঠিতেই পারে, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম যখন কমে তখন সেই সুযোগ কি ঠিকঠাক মতো পায় ভারতবাসী? সেই হারে কি দাম কমে পেট্রল ডিজেলের? প্রতিবারই দেখা যায় বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম সামান্য বাড়িতেই তড়িঘড়ি এদেশেও পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়িয়া যায়। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের সরকার নীরব দর্শক হইয়াই থাকে!

মাস দুইহ ইল পেট্রল ডিজেলের দাম প্রায় একই ছিল। কিন্তু এইবার ফের পেট্রল ডিজেলের দাম চড়িতে শুরু করায় সিঁদুরে মেঘ দেখিতেছে সংশ্লিষ্ট মহল। বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম ৪২ ডলার যখন হইয়াছিল তখন এদেশে জ্বালানি তেলের দাম এত চড়িয়াছিল যাহা রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। এখন অশোধিত তেলের দাম প্রায় ৪৪ ডলার। তাহাহলে এদেশে পেট্রল ডিজেলের দাম কোথায় গিয়া পৌঁছাইতে পারে তাাাহহ সহজেই অনুমেয়। এসব ভাবিয়াই উদ্বেগ বাড়াতেছে সাধারণ মানুষের। কারণ জ্বালানি তেলের দাম বাড়িলে পরিবহণ খরচ আরও বাড়িবে। সবকিছুর দামও তাই আরও অনেকটাই বাড়িয়াই যাইতে পারে।

একে করোনা সঙ্কটে নাজেহাল মানুষ। তাহার উপর জিনিসের দাম আরও বাড়িলে সংসার চালানোই মুশকিল হইয়া দাঁড়াইবে আম জনতার। স্বস্তিতে নাই কেউ। এমনিতেই খাদ্যপণ্যের আগুন দামে বহু সংসারেই অভাব অনটন চলিতেছে। মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে কেন্দ্রের নীরবতাই প্রমাণ করিয়াছে যেন সরকারের কিছুই করণীয় নেই। অতীতে এমন নজিরও আছে যখন দেখা গিয়াছে বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দামে বিশেষ হেরফের না ঘটিলেও এদেশে তেলের দাম বাড়িয়াছে। কেন এমন ঘটনা ঘটে তাহারও কোনও সদুত্তর নাই। মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকার ব্যর্থ হইলেও

কোনও হেলদোল নাই। সত্যিই যদি কেন্দ্র মূল্যবৃদ্ধি কমাইতে আগ্রহী হয় তাহাহলে অবিলম্বে পেট্রল ডিজেলের দাম নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিতে হইবে। কেন্দ্রের উচিত তেলের উপর বাড়তি শুল্ক যাহাতে না চাপে তাহা দেখা। তেলের দামবৃদ্ধি আটকাইতে কেন্দ্র কেন উৎপাদন শুল্ক কমাইতেছে না? প্রশ্ন উঠিবেই। তাহাদের অজানা নয় যে জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়িলে সংসার চালাইতে সঙ্কটে পড়িবে সাধারণ মানুষ। এই সঙ্কট কাটানোর দায়িত্ব কিন্তু কেন্দ্রের। কেন্দ্রীয় সরকার যদি এইসব বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহা হইলে ইহার কিন্তু সরকারকেই বহন করিতে হইবে। দেশবাসী কিন্তু কোনোভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমা করিবে না। অতএব কেন্দ্রীয় সরকারকে সময় উপযোগী যথাযথ পদক্ষেষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

সিঙ্গুর পরিবর্তনের মুখ, তাও কৃষকরা আঁধারেই : লকেট চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি. স.) : কেন্দ্রের নয়া কৃষি আইন প্রকৃতই কৃষক-বান্ধব। বাংলার কৃষকরা এর মূল কথা বুঝতে পেরেছেন। বৃহস্পতিবার সাংসদ তথা বিজেপি-র রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায় সিঙ্গুরে করেন।

সিঙ্গুরে আনন্দনগরের বামনপুকুরে 'শুনুন চাষী ভাই' নাামে এবং পরে দোলুইগাছায় সমুদয় প্রমুখ বৈঠক করেন লকেট। মাঝে স্থানীয় বেলেঘাটায়এক চাষীভাইয়ের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন করেন তিনি।

প্রথম সমাবেশ লকেট বলেন, "বাংলার কৃষকদের কোনও সুযোগ দিচ্ছে না রাজ্য সরকার। বিশেষ করে সিঙ্গুর যেখানে পরিবর্তনের মুখ ছিল, সেখানকার কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন করে নেতানেত্রীরা কেউ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, কোটি কোটি টাকা করেছেন, সেখানে কৃষকরা একই রয়ে গিয়েছে। ২০১১-তে মাটির বাড়ি ছিল। এখনও মাটির বাড়ি। তাদের কিচ্ছু হয়নি। তাদের কাছে এসেছিলাম। ওরা সবাই আমাদের সঙ্গে আছে। লোকসভা নির্বাচনে আমাদের ভোট দিয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনেও আমাদের ভোট দেবে।লকেট বলেন, কৃষক সম্মান নিধি-র সুযোগ বাংলার কৃষকদের না দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দুষলেন লকেট। তিনি এদিন সমাবেশে বলেন, খুব দুঃখ লাগে এই প্রকল্প এবং 'আয়ুষ্মান ভারত' থেকে বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটে কৃষকদের ব্যবহার করেছেন। এখন আবার ঘন ঘন আসছেন।

প্যালেস্তানীয় সংহতি দিবস এবং বিশ্বের মুক্তিকামী জনগোষ্ঠী

তপন গাঙ্গুলি

প্যালেস্টাইন শিশুদের পাশে থাকার অঙ্গীকারের দিন ২৯ নভেম্বর ১৯৮৭ সালের এই দিনে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে ইউনাইটেড নেশনস পার্টিশন প্ল্যান ফর প্যালেস্টাইন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এরপর থেকে এই দিনটি আন্তর্জাতিক প্যালেস্টাইন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এরপর থেকে এই দিনটি আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী ইসরাইল ও প্যালেস্টাইন আলাদা দু'টি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও এখনও পর্যন্ত তা হয়নি। তাই প্যালেস্টাইন পরাধীনতার শৃঙ্খল পরা একটি যুদ্ধাহত দেশ। ইহুদি সাম্রাজ্যবাদ থেকে নিজ দেশ বাঁচাতে যারা প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে, সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে ও নিজেদের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠে প্যালেস্টাইন জনগণ যাতে স্বাধীন রাষ্ট্রে মর্যাদা পায়, ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে সেই লক্ষ্যে সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক প্যালেস্টাইন সংহতি দিবস পালিত হয়।

প্যালেস্টাইন বিশ্বের নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর একটি প্রতীক। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষেদের আবেগ অনুভূতি। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্যালেস্টাইন নামক রাষ্ট্রটি টিকে আছে, টিকে আছে স্বাধীনতাকামী মানুষেরা। ইতিহাস স্বীকৃত বিষয় হচ্ছে কোনও জাতি ভূখণ্ড স্বাতন্ত্র্যবোধ নিয়ে টিকে থাকলে, নিজের বিশ্বাস ও আদর্শের প্রতি অটল থাকলে তাদের অবস্থান দৃঢ় থেকে দৃঢ়তার হতে থাকে। এমই একটি আদর্শবান জাতি হচ্ছে প্যালেস্তানীয় জনগোষ্ঠী। আশাবাদ জানান দেয়, যে প্যালেস্তানীয় জনগোষ্ঠীর এখদিন নিশ্চিত তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। ফিরে পাবে হারানো ভূখণ্ড। প্রসঙ্গক্রমে এটাও বলা যায় যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে আশ্রয়রত মিয়ানমারে নিজ ভূখণ্ড থেএক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যেন অচিরেই নিজে ভূখণ্ডে ফিরে যাওয়ার অধিকার পেয়ে যায়। শুধু তাই নয়, বিশ্বের অন্যান্য স্থানে অনুরূপভাবে নির্যাতিত নিপীড়িত জাতি গোষ্ঠীর মুক্তি ত্বরান্বিত হোক, আজকের প্যালেস্তানীয় সংহতি দিবসে এটা আমাদের প্রত্যাশা।

শত বছর আগে মাত্র ৬৭ শব্দেটি একটি ছোট পত্র মধ্যপ্রাচ্য তথা গোটা বিশ্বের জন্য এক অশয বিপর্যয়ের গোড়াপত্তন করেছিল। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড আর্থার বালাফোর ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর ছোট পত্রটি

লিখেছিলেন, যা কালক্রমে বালফোর ঘোষণাপত্র নামে পরিচিত পায়। তাতে তিনি বলেন, মহামান্য ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনে ইহুদি জনগণের জন্য জাতীয় আবাসভূমি গড়ে তোলার পক্ষে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ খরেন, আর এই লক্ষ্য অর্জনে সর্বোত্তম প্রয়াস প্রয়োগ করা হবে এবং এটাও পরিষ্কার যে এমন কিছু করা হবে না, যা প্যালেস্টাইনে বিদ্যমান অ-ইহুদি সম্প্রদায়ের নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার কিংবা অন্য কোনও দেশে ইহুদিদের বিরাজমান অধিকার ও রাজনৈতিক অবস্থান ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এই পত্র দেওয়া হয়েছিল জাইয়নবাদী নেতা ব্যারন রথচাইল্ডকে। এর ২০ বছর আগে ১৮৯৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে বিশ্ব জাইয়নবাদী সংস্থা ওয়ার্ল্ড ডাইয়নিস্ট অর্গানাইজেশন বালফোর ঘোষণার জের ধরে ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে বলপূর্বক প্রতিষ্ঠা করা হয় জাইয়নবাদী বা উগ্র ইহুদিবাদি রাষ্ট্র ইসরায়েল। আর এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লগ্নে লাখ লাখ প্যালেস্তানীয় তাদের পিতৃপুরুষের আবাসভূমি থেকে উচ্ছেদ ও বিতাড়ণ করা হয় হত্যা, হামলা, ধর্ষণ ও লুতরাজ চালিয়ে। লক্ষ লক্ষ প্যালেস্তানীয় বা আরব জনগোষ্ঠীর মানুষজন হয়ে পড়ে উদ্বাস্তু ও শরণার্থী। অল্প কিছু যার রয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে যারা ফিরে আসার সুযোগ পায়, তারা হয়ে পড়ে নিজ ভূমি পরবাসী ও অবরুদ্ধ। পুরো প্রক্রিয়াটিকে ইসরায়েলি ইতিহাসবিদ ইলান পেপে অভিহিত করেছেন, প্যালেস্তাইনে জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণ' হিসেবে। এই বিরোনাম 'দ্য এতনিক ক্লিনজিং অব প্যালেস্টাইনচ রচিত বইটি মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ইলান পেপেকে বলা হয় ইসরায়েলের নয়া ইতিহাসবিদ বা নিও হিস্টোরিয়ান বা সংশোধনবাদী রিভিশনিস্ট ধারার ইতিহাসবেত্তা। এই ধারার সূত্রপাত ঘটান মূলত ইসিরায়েলের বেনগুরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেনি মরিস ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আভি শ্লিম। সেটা আশির দশকের একেবারে শেষভাগে। তাঁদের সঙ্গে আরও কয়েকজন পরবর্তী সময়ে যোগ দেন। এই সংশোধনবাদী ইতিহাসবিদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের অভ্যুদয় বা ইসরায়েলের স্বাধীনতাকে আরবদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী। তাঁরা মনে করেন যে আরব তখন প্যালেস্তানীয়রা হল শিকার আর ইহুদি তথা ইসরায়েলিরা হল আগ্রাসনকারী। আর তাই ইহুদিদের ওপর পরবর্তী সময়ে যে আঘাত আক্রমণ নেমে এসেছে তা মূলত ইহুদিদের আক্রমণ হামলার প্রত্যুত্তর। মোটা দাগে তাঁরা জাইয়নবাদী ও ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতিশীল পশ্চিম বিশ্ব দ্বারা ইসরায়েল্রে স্বাধীনতা নিয়ে প্রচলিত ও স্বীকৃতচ মূল বিষয়গুলোর বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তথ্য প্রমাণ সহযোগে দেখিয়েছেন যে প্রকৃত সত্যগুলো ভিন্ন। সংশোধনবাদী ইসরায়েলি ইতিহাসবিদেরা ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূলত পাঁতটি প্রচলিত ও স্বীকৃত ভাষ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, সেগুলোর বস্তুনিষ্ঠতায় যথেষ্ট ঘাটতি খুঁজে পেয়েছেন ও প্রকৃত সত্য চাপা দেওয়ার যাবতীয় প্রয়াসের প্রমাণ পেয়েছেন। প্রথমত, ব্রিটেন ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বাধ্যগ্রস্ত করতে চেয়েছে বলে বহুল প্রচলিত দাবির বিপরীতে তাঁরা বলেছেন, ব্রিটেন বরং স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ছিল দ্বিতীয়ত ১৯৪৮ সালে প্যালেস্তানীয়রা স্বেচ্ছায় নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলা হলেও সংশোধনবাদীরা বলছেন তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বা যেতে বাধ্য করা হয়েছে তৃতীয়ত ক্ষমতার ভারসাম্য আরবদের অনুকূলে থাকার দাবি ঠিক নয় উল্লেখ করে তাঁরা বলছেন, লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্রে ইহুদিরা অনেক এগিয়ে ছিল। চতুর্থত ইসরায়েলকে ধ্বংস করার জন্য আরবদের সমন্বিত পরিকল্পনা ছিল---এই দাবি নাকচ করে সংশোধনাবাদীরা বলছেন, আরবরা বরং বিভক্ত ছিল। পঞ্চমত, আরবদের অনমনীয়তা শাস্ত্রি প্রক্রিয়া বারবার বাধাগ্রস্ত করার দাবির বিপরীতে সংশোধনবাদীরা বলছেন, শান্তি প্রক্রিয়া আটকে দেওয়ার জন্য মূলত ইসরায়েলই দায়ী।

তবে সংশোধনবাদী ইতিহাসবিদদের মধ্যেও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত পাল্টা সত্যের কোনও কোনওটির কার্যকারণ নিয়ে মতভেদ আছে। প্যালেস্তানীয় আরবরা যে নিজেদের বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, তার কারণ বিসেবে বেনি মরিস দেখান যে এটা ছিল যুদ্ধের একটি অনিবার্য ফল। অন্যদিকে ইলান পেপে দেখাচ্ছেন, এটা ছিল জাইয়নবাদীদের একটি পরিকল্পিত কাজ। বলা যেতে পারে, এটাই পেপের বইটির সারভাষ্য। ১২টি অধ্যায়ে বিন্যাস্ত বইয়ে লেখক প্যালেস্তানীয়দের জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্নকরণ পরিকল্পনার ইতিহাস ও রূপরেখা তুলে ধরেছেন, জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণ সংজ্ঞায়িত করে কেন তা প্যালেস্তানীয়দের জন্য প্রযোজ্য সেটি ব্যাখ্যা করেছেন, জায়নবাদের উৎসমূলে আলোকপাত করেছেন, ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্টায় ইহুদিদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডগুলো তুলে ধরেছেন, এবং রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরুর পর থেকে প্যালেস্তানীয়দের ওপর নিরস্তর নির্যাতনের বিবরণ দিয়েছেন।

ইতিহাসবিদ ও গবেষক হিসেবে ইলান পেপের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ইছল প্যালেস্তানীয়রা যে জাইয়নবাদী ইসরায়েলের জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণ কর্মসূচির শিকার, তা প্রতিষ্ঠা করা। ইসরায়েল রাষ্ট্রে ঐতিহাসিক দলিলপত্র দিয়ে এবং আরবদের ভাষ্য ও তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে তিনি তাঁর এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, হোলোকাস্টের পর মানবতার বিরুদ্ধে কোনও বড় অপারধ লুকানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমাদের আধুনিক যোগাযোগ চালিত বিশ্বে বিশেষত ইলেক্টনিক মিডিয়ার ব্যাপক সম্প্রসারণে আর কোনও মানবসৃষ্ট বিপর্যয় জনমানুষের চোখের আড়াল হতে বা অস্বীকার করতে সুযোগ দেয় না। তারপরও এরকম একটি অপরাধ বিশ্বের জনমানসের স্মৃতি থেকে প্রায় মুছে ফেলা হয়েছে। সেটি হল ১৯৪৮ সালে ইসরায়েলিদের দ্বারা প্যালেস্তানীয়দের অধিকার চ্যুত করা। প্যালেস্তাইন ভুখণ্ডের ভূমির আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শুরু থেকে পদ্ধতিগতভাবে অস্বীকার করা হয়ে আসছে যা আজও ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে স্বীকৃত দেওয়া হয়নি। আর অপরাধ হিসেবে মেনে নেওয়া তো অনেক দূরে যা কি না রাজনৈতিক ও নৈতিকভাবে মোকাবিলা করা প্রয়োজন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

খেলা যখন জীবনের আরশি

বোরিয়া মজুমদার

> গুরুত্বপূর্ণ খেলার ভাগ্যনির্ধারণ করছেন প্রিয়ম গর্গ, অর্ষদীপ সিংয়ের মতো তরুণ। নীতীশ রানা ও মনদীপ সিং—দুই তুরুণ কাছের মানুষ হারানোর শোক তুচ্ছ করে নিজেদের দলের হয়ে খেলেছেন, জেতাচ্ছেন দলকে। এখানেই আইপিএলের সার্থকতা। এক তরুণ ও নবোদ্দীপ্ত ভারত যেন আমাদের আস্থা জোগাচ্ছে।

শেষ ওভারে ১৪ রান বাকি। একটি টিমে যেমন রয়েছেন শামি, জর্ডন ও ম্যাক্সওয়েল। অন্য টিমে হোল্ডার, ওয়ার্নার ও বেয়ারস্টো। তাঁদের নির্ধারিত স্থানে। তবুও শেষ ওভারের লড়াইটা কিন্তু সেদিন হল পাঞ্জাবের ২০ বছর বয়সি অষদীপ সিং ও হায়দরাবাদের ১৯ বছর বয়সি প্রিয়ম গর্গের মধ্যে। সেদিন দু'টি দলের কোনও সদস্যই কেবলমাত্র টিমকে ম্যাচ জেতানোর জন্য মাঠে নামেননি। নেমেছিলেন নিজেদের দলের অস্তিত্বকে প্রতিযোগিতার ময়দানে আরও মজবুত করে তোলার লক্ষ্যে। সেদিনের ম্যাচ জিতলে টিমের ঝুলিতে আসত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ওজনদার ২ পয়েন্ট। সেই টানটান মুহূর্তেই যেন আমার চোখে জীবন্ত হয়ে উঠল আইপিএল। এখানেই এই টুর্নামেন্টের সার্তকতা। এই টুর্নামেন্ট ভারতীয় ক্রিকেট প্রতিভাকে পরিপুষ্টকরে। সদ্য খেলোয়াড়কে করে তোলে পোড়খাওয়া, তাদের সাবালকত্ব দেয়। তারই প্রতিচ্ছবি যেন চোখের সামনে দেখলাম, যখন প্রিয়ম গর্গের বিরুদ্ধে বল করছিলেন অর্ষদীপ সিং। সত্যিকথা বলতে কী, এই দৃশ্যের ফলাফল আদতে তুচ্ছ। যা নজরকাড়া, তা হল, এর তীব্রতা। দু'জন অধিনায় বিশ্বের অন্যতম সেরা দুই খেলোড়ায়। তাঁরা সেদিন রুদ্ধশ্বাস দর্শক, তাঁদের ভাগ্য নির্ধারণ করছেন দুই প্রতিভাবান তরুণ তুর্কি। রাহুল ও য়ার্নারের ভূমিকা সেদিন পার্শ্বচরিত্রের ম্যাচের মধ্যমণি অর্ষদীপ ও প্রিয়ম। এক তরুণ ও নবোদ্দীপ্ত ভারত যেন আমাদের জীবন থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে বহু কিছু, তবুও ক্রিটেক এখনও স্বমহিমায় উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ। খেলার মধ্যে যে প্রভৃত ও শুভঙ্করী আভা রয়েছে, তাই যেন আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে। আরও দু'জনের কথা আমি বলতে চাই এই লেখায়---নীকীশ রানা ও মনদীপ সিং। দু'জনেই তরুণ। কিন্তু কাছের মানুষ হারানোর শোক তুচ্ছ করে নিজেদের দলের হয়ে খেলে যে লড়াকু মন এবং দৃঢ় চরিত্রের পরিচয় তাঁরা দিলেন---তা অতুলনীয়। রানা হারিয়েছেন তাঁর শ্বশুরকে, ও মনদীপ হারিয়েছেন বাবাকে। দু'জনকে মাঠে নামতে দেখা যেন অলৌলিক। এই টুর্নামেন্টের মাহাত্ম যেন এই ঘটনায় পরিস্ফুট হয়। সর্বোপরি খেলাধুলোর কী আশ্চর্য ক্ষমতা তা ও বোঝা যায় এর থেকে।

সেদিন ম্যাচে পঞ্চাশ রানের গণ্ডি পার করে নীতীশ তাঁর নামাঙ্কিত জার্সি তুলে ধরলেন শ্বশুরের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে। আমার মনে পড়ে গেল ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপের একটি ম্যাচের কথা। কেনিয়ার বিপক্ষে সেদিন সদ্য পিতৃহারা শচীন তেণ্ডুলকর সেঞ্চুরি করলেন, ব্যাট উঁচু করে তাকালেন আকাশের দিকে, তাঁর বাবাকে শ্রদ্ধা জানাতে। আমরা জানি চোখের জলকে সেদিন বাঁধ মানাতে পারছিলেন না তিনি। একই আবেগ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল নীতীশ আর মনদীপকে। যেটা অদ্ভুত তা হল দু'জনের দলই মতেছে। হয়তো ঈশ্বরের এমনই ইচ্ছা ছিল। বা হয়তো সদ্য -হারানো কাছের মানুষের আশীর্বাদ এভাবেই ঝরে পড়ল তাঁদের উপর। কিন্তু সেই মুহূর্তে খেলার মাঠ যেন আরও ব্যাপ্ত হল। জীবনের এই ক্ষুদ্র ঘেরাটোপে তাঁদের পরিবার পরিজন যখন স্বজন হারিয়ে শোকাহত, দুই তরুণ তখন নিজের কর্তব্যে অবিচল। সমাজের প্রথম সারির যোদ্ধা বা সেনাদের মতোই তাঁরা নিজেদের কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান। অন্যের জীবনকে নিরাপদ এবং আনন্দময় বানানোর জন্যই তাঁরা কর্তব্যরত। যেমন সেদিন ম্যাচে নীতীশের ৮০-রও বেশি রান লাখ লাখ কেকেআর অনুরাগীর মুখে হাসি ফুটিয়েছিল। শ্বশুরের 'রতি তাঁর এর চেয়ে ভাল শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আর কী হতে পারেত? মনদীপ ও নীতীশ যেন এক অন্য উচ্চাতায় আসীন হলেন। তাঁরা যে শুধুমাত্র নিজেদের খেলোয়াড়ি সত্তার সেরাটুকু দিলেন---তাই নয়, মানুষ হিসাবেও শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠলেন তাঁরা হয়ে উঠলেন ক্রিকেটের প্রকৃত প্রতিনিধি। শচীনও তাই করলেন। ১৯৯৯ সালে বিশ্বকাপ চলাকালীন বাবাকে হারিয়েছিলে শচীন। মনদীপ বা নীতীশের মতো একই পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি। বলেছিলেন, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা ছিলেন আমার বাবা। বাবা চলে যাওয়ার পর রাতের পর রাত ঘুমোতে পারিনি। প্রবলভাবে আবেগতাড়িত হয়েছিলাম, যখন দেখলাম বাবাকে শেষবারের মতো দেখার জন্য ছুটে এসেছেন সেইসব পোস্টাম্যান, চৌকিদার---যাঁদের কখনও হয়তো বাবা সাহায্য করেছিলেন। তাঁর জীবৎকালে। আমার মুখের ছবি খোদাই করা একটা সোনার কয়েন আমি বাবার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম সেদিন, ঠিক অন্তিম ক্রিয়ার আগে। যাতে বাবা যেখানেই যান না কেন, আমি যেন তাঁর সঙ্গে থাকতে পারি সবসময়। বাবা যে জীবনে নেই, সেই জীবন আর আগের মতো হবে না কখনও। ভারতের মাত্র চারদিন কাটিয়ে শচীন তেণ্ডুলকর ফিরে গেলেন ইংল্যান্ডে, কেনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের ঠিক আগের দিন। তিনি ও তাঁর পরিবার মনে করেছিলেন---তাঁর বাবা বেঁচে থাকলে তো এমনটাই চাইতেন। তাই দেরি না করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন লন্ডনে ফেরার, বিশ্বকাপের বাকি ম্যাচগুিলি খেলার জন্য। যদিও মানসিকভাবে সেবার টুর্নামেন্ট জুড়ে নিজের সেরা ফর্মে ছিলেন না তিনি। প্র্যাকটিস সেশনে গাঢ় রোদচশমা পরে অনুশীলনে নামতেন, পাচ্ছে চোখের জল আটকানো না যায়। কেনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে তিনি শতরান করে উৎসর্গ করেন বাবাকে। এই সেঞ্চুরি নি-সন্দেহে তাঁর জীবনের অন্যতম উদ্‌যাপিত শতরান, তবুও শচীনের মন সেদিন খেলায় ছিল না তা বলা বাহুল্য। মনদীপেরও হয়তো সেদিন মন পড়ে ছিল মাঠের বাইরে, তবু জরুরি ক্যাচ নিয়ে তাঁর দলকে জয়ের মুখে এগিয়ে দেন তিনি। এই তরুণের জন্য রইল যাবতীয় শুভকামনা। এটুকুই বলার, ভাল ক্রিকেটার আপনাকে প্রয়োজন। এসব দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহের প্রমাণ করে, আইপিএল শুধুমাত্র অর্থের প্রাচুর্য, সম্প্রচারের অঙ্ক কষা অথবা পরিসংখ্যানের উপর নির্ভরশীল নয়। এই খেলা শুধুমাত্র রান আর উইকেটের হিসাব নয়। এই খেলা সেইসব মানুষের সেসব খেলোয়াড় ও সহকারীর যাঁরা কর্তব্যের নিরিখে অবিচল, যাঁরা অনেকের জীবনযাপনকে ঋদ্ধ করছেন। বিশ্বের দরবারে এ যেন এই অবিশ্বাস্য ভারতের এক গেরৈবময় আরশি। তাই তো বছরের পর বছর আমাদের এই টুর্নামেন্টের প্রতি এত টান, এত ভালবাসা---অবিরত।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার ধর্মঘটের দিনে বাজারগুলি অবস্থা ছিল স্বাভাবিক। ছবি- নিজস্ব।

বিশ্ব মৎস্যদিবসে অসমের অর্জিত জাতীয় পুরস্কারসমূহ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন মন্ত্রী পরিমল

গুয়াহাটি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : বিশ্ব মৎস্যদিবসে অসমের অর্জিত জাতীয় পুরস্কারসমূহ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের হাতে তুলে দিয়েছেন বিভাগীয় মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। বৃহস্পতিবার মৎস্য দফতরের প্রতিনিধি দলকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে গিয়েছিলেন মন্ত্রী পরিমল। সেখানে তাঁর বিভাগের প্রগতির খতিয়ান তুলে ধরেছেন মন্ত্রী। মৎস্য বিভাগের চারটি পুরস্কার প্রাপ্তিতে আপ্লুত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল।

আজ মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের কনফারেন্স হল-এ মৎস্য, বন ও আবগারি মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যর নেতৃত্বে মীন বিভাগের উচ্চ আধিকারিকের এক প্রতিনিধি দল গিয়ে গত ২১ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে আয়োজিত বিশ্ব মৎস্য দিবসে প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ রাজ্য, শ্রেষ্ঠ সরকারি (ফিশফেড, অসম), শ্রেষ্ঠ জেলা (নগাঁও)এবং শ্রেষ্ঠ মৎস্য পালক অমল মেধি যে পুরস্কার পেয়েছেন সেগুলো প্রদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মত বিনিময় করেন। মুখ্যমন্ত্রীকে বিভাগীয় মন্ত্রী পরিমল জানান, সাম্প্রতিককালে অসমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ৩,৭৩ লক্ষ মেট্রিকটন মাছ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাজ্য আত্মনির্ভরশীল হয়েছে বলেও মুখ্যমন্ত্রীকে জানান শুক্লবৈদ্য।

অসমের মৎস্যবিভাগের সামগ্রিক অগ্রগতির খতিয়ান শুনে খুশি ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং পাহাড়ি রাজ্য সেরা পুরস্কার স্বরূপ মানপত্র, স্মারক, শাল এবং যথাক্রমে দশ লক্ষ, পাঁচ লক্ষ, তিন লক্ষ এবং এক লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার লাভ করেন বিজয়ীরা। মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল মৎস্য বিভাগের এই খ্যাতি ও অগ্রগতির খতিয়ান দেখে বিভাগীয় আধিকারিকদের কাজের প্রশংসা করে আগামী দিনে আরও উল্লেখযোগ্য সফলতার লক্ষ্যে কাজ করে যেতে আহ্বান জানান।

মৎস্য বিভাগ, অসম পশুপালন, গবাদিপশু এবং মৎস্য মন্ত্রালয় থেকে চারটি পুরস্কার পাওয়ার বিষয়ে সভায় পর্যালোচনা হয়। সভায় মৎস্য বিভাগকে ফিশ ভ্যালু অ্যাডেড প্রডাক্ট প্রিপারেশনে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যাতে মেধাবী তরুণ প্রজন্ম এ জাতীয় প্রচেষ্টা থেকে বিপুল লাভ করতে এগিয়ে আসতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে মৎস্য মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের সঙ্গে ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার-সচিব রাকেশ কুমার, মৎস্য অধিকর্তা নির্মলকান্তি দেবনাথ, ফিশফেড পরিচালন অধিকর্তা ড় ধ্রুবজ্যোতি শর্মা, নগাঁও জেলা মৎস্য উন্নয়ন আধিকারিক ড় রমেন্দ্র বর্মণ, মৎস্য তথ্য আধিকারিক রাতুল শর্মা, মৎস্য উন্নয়ন আধিকারিক অরুপজ্যোতি পাটগিরি এবং প্রগতিশীল মৎস্য পালক অমল মেধি।

পশ্চিমবঙ্গে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে বিজেপি, আশাবাদী রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে বিজেপি। এভাবেই দলের সম্ভাবনা নিয়ে নিজের আশার কথা জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

বৃহস্পতিবার দেশ ও রাজ্য রাজনীতি নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, যে তাঁর সঙ্গে সব মুখ্যমন্ত্রীদেরই ভালো সম্পর্ক আছে। পশ্চিমবঙ্গে দলের সম্ভাবনা নিয়ে তিনি বলেন, যে পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে বিজেপি দুই-তৃতীয়াংশ আসন জিতে গেলে অবাক হব না। বিজেপি যে ম্যাজিক সংখ্যা ১৪৭ পেরোবেই সেই নিয়ে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী তিনি।

লোকসভা ভোটে ৪২ এর মধ্যে ১৮ আসন জেতার পরেই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোট নিয়ে স্বপ্ন দেখছে বিজেপি। এপ্রিল-মে মাসে ভোট হওয়ার কথা রাজ্যে। তবে এখন থেকেই প্রতিমাসেই অমিত শাহ ও জেপি নড্ডা রাজ্যে আসবেন বলে জানান হয়েছে। এছাড়াও পাঁচজন জাতীয় নেতাকে পাঁচটি অঞ্চলের অবজার্ভার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। কৈলাস বিজয়বর্গীয় ছাড়াও এবার আইটি সেলের হেড অমিত মালব্যকেও এবার বঙ্গজয়ের জন্য ব্যবহার করছে বিজেপি। সেই কারণেই বোধহয় এতটা আত্মবিশ্বাসী রাজনাথ সিং।

শিক্ষক মধুসূদন চক্রবর্তীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ পাথারকান্দি

পাথারকান্দি (অসম), ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : অকালে চলে গেলেন নম্র মার্জিত অল্পবয়সি পাথারকান্দির সর্বজন পরিচিত যুবক তথা টেট শিক্ষক মধুসূদন চক্রবর্তী ওরফে মধু। গতকাল বুধবার রাতে হঠাৎ অধিক রক্তচাপে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৪ বছর। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন মা, ভাই ও স্ত্রী।

পারিবারিক সূত্রের খবর, গতকাল রাত প্রায় নয়টা নাগাদ হঠাৎ তাঁর রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পাথারকান্দি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু মাঝপথেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পাথারকান্দি বাগাডহর এলাকার বাসিন্দা প্রয়াত বেণু চক্রবর্তীর দ্বিতীয় পুত্র মধুসূদন চক্রবর্তীর অকালে প্রয়াণে শোকস্তব্ধ পাথারকান্দি। কেউই মধুর মৃত্যকে সহজে মেনে নিতে পারছেন না। অত্যন্ত শান্ত, নম্র, ভদ্র-মার্জিত অল্পবয়সি টেট শিক্ষকের মৃত্যুর খবর চাউর হতেই শেষ দেখা দেখতে হাসপাতাল চত্বরে ভিড় জমান স্থানীয়রা।

প্রয়াত মধুসূদন চক্রবর্তী শিক্ষকতার পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন গভীর শোক প্রকাশ করেছে। এছাড়া এই টেট শিক্ষকের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

২০০টি বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিন তৈরি করে নজির গড়লেন চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানার কর্মীরা

আসানসোল, ২৬ নভেম্বর (হি. স.) : পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলের চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানায় চলতি আর্থিক বছরে (২০২০-২১ এর ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত) ২০০টি বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিন তৈরি করে নজির গড়লেন কর্মীরা। এটি দেশের অন্যতম পুরোনো রেল ইঞ্জিন কারখানা। করোনা রুখতে লকডাউন জারি হওয়ায় গত এপ্রিল থেকে অগাস্ট পর্যন্ত ইঞ্জিন উৎপাদন হয়নি। আনলক ১ থেকে ফের ইঞ্জিন তৈরির কাজ শুরু হয় চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানায়। চলতি আর্থিক বছরে এই কারখানায় প্রথম ১৫০টি রেল ইঞ্জিন তৈরি করতে ১২৯ দিন সময় লেগেছিল। পরের ৫০টি ইঞ্জিন তৈরি করতে সময় লেগেছে মাত্র ৩০ দিন। কারখানা কর্তৃপক্ষের আশা, গত দুটি আর্থিক বছর (২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০)-এ যথাক্রমে ৪০২ ও ৪৩১টি ইঞ্জিন তৈরি হয়েছে। সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়ে চলতি আর্থিক বছর শেষে এক নতুন রেকর্ড গড়বে চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা।

আগামী ডিসেম্বর থেকে শিলচর-আগরতলা এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল শুরু

হাফলং (অসম), ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : কোভিড-১৯ অতিমারির দরুন সমগ্র দেশজুড়ে রেল পরিষেবা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল রেল মন্ত্রক। দীর্ঘ মাস সাতেক দূরপাল্লা সহ স্থানীয়ভাবে রেল পরিষেবা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এবার ধীরে ধীরে দূরপাল্লার ট্রেন স্থানীয়ভাবে চলাচল শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। আগামী ডিসেম্বর থেকে শিলচর-আগরতলা ও আগরতলা-শিলচরের মধ্যে এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল শুরু হচ্ছে। তার মধ্যে এবার বরাক উপত্যকার রেলযাত্রীদের জন্য আরও একটি স্বস্তির খবর নিয়ে এসেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

শীঘ্রই শুরু হতে চলছে শিলচর-গুয়াহাটি, গুয়াহাটি-শিলচর এক্সপ্রেস স্পেশাল এবং শিলচর-তিনসুকিয়া, তিনসুকিয়া-শিলচর এক্সপ্রেস স্পেশাল। এই ট্রেন দুটি চালানোর অনুমোদন রেল বোর্ড অনুমোদন দেওয়ার পরই দুটি যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। তবে এখনও এই দুটি ট্রেনের দিন তারিখ নির্দিষ্ট হয়নি। শীঘ্রই এই দুটি যাত্রী ট্রেনের সময়সূচি ও দিন তারিখ ঘোষণা করবে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই এই দুটি ট্রেনের চলাচল শুরু হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। বরাক উপত্যকা সহ দক্ষিণ অসমের রেল যাত্রীদের সুবিধার্থে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল এই দুটি যাত্রী ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এদিকে শিলচর-গুয়াহাটি, গুয়াহাটি-শিলচর এক্সপ্রেস ট্রেনটি প্রতিদিন যাতায়াত করবে রেল সূত্রে বলে জানা গিয়েছে। তাছাড়া উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত শিলচর-শিয়ালদহ, শিয়ালদহ-শিলচর এবং আগরতলা-শিয়ালদহ, শিয়ালদহ-আগরতলা সহ মোট নয়টি উৎসব স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ওই নয়টি উৎসব স্পেশাল ট্রেনও আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলাচল করবে বলে জানা গেছে।

করোনার মৃত্যুঝড়ের মধ্যেই থ্যাঙ্কস গিভিং উৎসব পালনে মেতে উঠেছে মার্কিন নাগরিকরা

ওয়াশিংটন, ২৬ নভেম্বর (হি. স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনার মৃত্যুঝড়ের মধ্যেই বৃহস্পতিবার 'থ্যাঙ্কস গিভিং' উৎরসব পালনে মেতে উঠেছেন মার্কিন নাগরিকরা। গত ২৪ ঘন্টায় দেশে মারণ ভাইরাসের ছোবলে প্রাণ হারিয়েছেন ২ হাজার ৪৩৯ জন। যা গত ছয় মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। মারণ ভাইরাসে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বিপর্যস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সংক্রমণ আর মৃত্যুর নিরিখে এখনও পর্যন্ত বিশ্বে শীর্ষেই রয়েছে সবচেয়ে শক্তিধর দেশটি। মাঝে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও চলতি মাসের শুরু থেকে ফের মহামারী তাণ্ডব শুরু করেছে। আক্রান্তের সংখ্যা যেমন লাফিয়ে বাড়ছে, তেমনই মৃত্যুর মিছিলও দীর্ঘ হচ্ছে। বুধবার দেশে প্রাণ হারিয়েছিলেন ২ হাজার ১৪৬ জন। পাশাপাশি নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষের বেশি মানুষ। ফের দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাওয়ায় চিন্তায় স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

কোচবিহারে আরও ৩৮ জনের শীরের মিলল করোনা সংক্রমণ, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৯,৫২০

কোচবিহার, ২৬ নভেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার কোচবিহার জেলায় আরও ৩৮ জনের শীরের মিলল করোনা সংক্রমণ। এনিয়ে জেলায় মোট ৯,৫২০ জন সংক্রামিত হলেন। আগে সংক্রামিত ৪২ জন এদিন সুস্থ হয়ে ওঠেন। এনিয়ে এপর্যন্ত ৯,১৮৭ জন সুস্থ হলেন।

সংক্রামিতদের মধ্যে কোচবিহার সদর মহকুমার ১৪, দিনহাটার ১১, মাথাভাঙ্গার ৪, তুফানগঞ্জের ২ ও মেখলিগঞ্জের ৭ জন রয়েছেন। বর্তমানে ২৭৩ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। করোনায় সংক্রামিত হয়ে জেলায় মারা গিয়েছেন ৬০ জন।

বৃহস্পতিবার ধর্মঘটের বিরোধীতায় বাজারে বাজারে বিজেপি নেত্রী রত্না দত্ত। ছবি- নিজস্ব।

তরুণ গগৈয়ের মৃত্যুতে দলিত ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদের শোক

শিলচর (অসম), ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছে দলিত ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদ। পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান রজত ঘোষ এক শোক বার্তায় বলেছেন, জননেতা অসমের তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের প্রয়াণে পরিষদের প্রত্যেক কর্মকর্তা মর্মাহত হয়েছেন। তরুণ গগৈয়ের মৃত্যুতে অসম তথা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের উজ্জ্বল নক্ষত্র পতন ঘটেছে। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে যে ব্যাপক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা পূরণ হবার নয়।

রজত ঘোষ বলেন, নাগরিকপঞ্জি এবং নাগরিকত্ব সমস্যা নিয়ে যখন তরুণ গগৈকে কলকাতায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তখনই তিনি কলকাতা প্রেস ক্লাবে উপস্থিত হয়ে গঠনমূলক শলাপরামর্শ দিয়েছেন। ২০১৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর এবং ২০২০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় উপস্থিত হয়ে নাগরিকত্ব আইন (সংশোধনী), এনআরসি তথা জাতীয় নাগরিকপঞ্জি ইস্যু সম্পর্কিত গুরত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছেন অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত তরুণ গগৈ। তাঁর স্মৃতি ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে এবং দূরদর্শী চিন্তাভাবনা দলিত ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদের আগামী দিনে চলার পথে অনুপ্রেরণা জুগাবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন পরিষদের চেয়ারম্যান রজত ঘোষ।

বৃহস্পতিবার ধর্মঘটের দিনে টিআরটিসি পরিদর্শন করেন টিআরটিসির চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার। ছবি- নিজস্ব।

সংবিধান দিবস পালিত কাছাড়ে

শিলচর (অসম), ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের কাছাড়ে বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে সংবিধান দিবস পালিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার কোভিড-১৯ প্রটোকল মেনে কাছাড় জেলার প্রত্যেক সরকারি দফতর এবং জেলাশাসকের কার্যালয়ে সংবিধান দিবস পালিত হয়েছে।

জেলাশাসকের কার্যালয়ে প্রথমে অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব রায় এই দিন পালনের তাৎপর্য এবং উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। জেলাশাসক কীর্তি জল্লি ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেন, 'ড় বিআর আর আম্বেদকর আমাদেরকে এই লিখিত প্রস্তাবনার মাধ্যমে উপহার দিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। সংবিধানের দর্শন ও জননগণের মৌলিক মূল্যবোধকে ভিত্তি করে তা তৈরি করা হয়েছে।' এতে সংবিধান পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন তিনি। প্রস্তাবনায় সংবিধান প্রণেতার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে, বলেন জেলাশাসক।

কীর্তি জল্লি বলেন, আমাদের সকলকে সংবিধান মেনে চলতে হবে। প্রস্তাবনা এবং সংবিধান উভয়ই আলোকের উৎস হিসেবে কাজ করে এবং আমাদের এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জুগায়। পরে অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব রায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জগদীশ দাস ও জেলাশাসকের কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মচারীদের সংবিধানের প্রস্তাবনাটি পাঠ করান জেলাশাসক কীর্তি জল্লি।

এছাড়া কোভিড-১৯ অতিমারির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকারি বিভাগের কর্মকর্তা যেমন সহকারী শ্রম কমিশনার, পূর্ত দফতরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (বিল্ডিং), টেক্স দফতরের সহকারী কমিশনার, সমাজকল্যাণ বিভাগের আধিকারিক, ডিডিআইপিআর, জলসম্পদ বিভাগের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং ফেস মাস্ক পরে তাদের নিজ নিজ কার্যালয়ে শপথবাক্য পাঠ করেছেন।

উদ্ধার নগাঁওয়ের কলং নদীতে নিখোঁজ দুই বালকের মৃতদেহ

নগাঁও (অসম), ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : নগাঁও জেলার বুক চিরে প্রবাহিত কলং নদীতে নিখোঁজ দুই বালকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে এসডিআরএফ। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় এরা নদীর জলে তলিয়ে গিয়েছিল।

জানা গেছে, গতকাল বিকেলে ছয় বালক কলঙে চুটিয়ে সাঁতার কাটছিল। সে সময় তিন বালক স্রোতে ভেসে যায়। কিন্তু একজনকে তার সঙ্গীরা উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও বিকাশ এবং ত্রিদীপ নামের দুই বালক জলে তলিয়ে যায়। পরে খবর পেয়ে এসডিআরএফ জওযানদের নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। কিন্তু রাত বাড়তে থাকায় তাদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি এসডিআরএফ।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ফের উদ্ধার অভিযান চালিয়ে বেলা ১.৩০ মিনিট নাগাদ বিকাশ এবং ত্রিদীপের মৃতদেহ উদ্ধার করে এসডিআরএফ বাহিনী। নিহত বিকাশ বরা (১৩)-র বাড়ি মাজউরিয়া এবং ত্রিদীপ কলিতা (১৩) নামের ছাত্রের বাড়ি ভোটাইগাঁওয়ে।

ভারত বনধ : কাছাড়ে গ্রেফতার পিকেটারসদের পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, অভিযোগ

শিলচর (অসম), ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : ভারত বনধ-এর পরিপ্রেক্ষিতে কাছাড়ে গ্রেফতার পিকেটারসদের পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। পুলিশের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছেন বামপন্থী নেতারা।

আজ বৃহস্পতিবার দশটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন ও ফেডারেশন আহূত সাধারণ ধর্মঘট কাছাড় জেলায় সর্বাত্মক সফল হওয়ায় এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জনসাধারণকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানানো হয়। আজ বনধ সফল করতে সকাল থেকেই পথে নামেন দলের কর্মীরা। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ দলের উকিলপট্টিস্থিত জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের জেলা সম্পাদক ভবতোষ চক্রবর্তী, এআইডিএসও-র জেলা সম্পাদক গৌরচন্দ্র দাসকে। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ জেলাশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয় এআইইউটিইউসি-র জেলা সভাপতি সুব্রতচন্দ্র নাথ, দলের মহিলা সংগঠনের সভাপতি দুলালী গাঙ্গুলি, দলের জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য হিল্লোল ভট্টাচার্য সহ বহু কর্মীকে।

দলের জেলা সম্পাদক ভবতোষ চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, আজকের বনধ চলাকালে পুলিশ প্রশাসন দমননীতি পালন করেছে। বিভিন্ন স্থান থেকে পুলিশ জোর করে বনধ সমর্থকদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়ার সাড়ে তিন ঘণ্টা পরও পানীয় জলের ব্যবস্থা পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন পিকেটারসরা।

রেল অনুমতি দেয়নি তাই সেতু চালু হয়নি : মমতা

কলকাতা, ২৬নভেম্বর (হি. স.): রেল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের গাফিলতিতেই মাঝেরহাট সেতু চালু হতে দেরি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে পাল্টা অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে বামপন্থী সংগঠনের ডাকা ধর্মঘটের দিনই মাঝেরহাট সেতু চালু করার দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় বঙ্গবিজেপি। বিক্ষোভের জেরে বিজেপির রাজ্য পর্যবেক্ষকের কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলেও অভিযোগ করে গেরুয়া শিবির। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর মতে, রেল অনুমতি দেয়নি তাই সেতু চালু হয়নি।

এদিন কৈলাস বিজয়বর্গীয় নেতৃত্বে অবিলম্বে মাঝেরহাট সেতু চালু করতে হবে এই দাবিতে তারাতলা থেকে মাঝেরহাট ব্রিজ পর্যন্ত বিজেপির মিছিল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মিছিল শুরুর আগেই তারাতলাতে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। মিছিল আটকাতেই পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের খন্ড যুদ্ধ শুরু হয়। এর পরে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চলচ্চিত্র উৎসবে 'মায়ার জঞ্জাল'

বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত মায়ার জঞ্জাল ইন্দোনেশিয়ার জোগজা-নেটপ্যাক এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আমন্ত্রিত হয়েছে। সেখানে ছবিটির চারটি প্রদর্শনী হবে বলে জানিয়েছেন পরিচালক ইন্দ্রনীল রায় চৌধুরী। উৎসবের ১৫তম আসরে এশিয়ান পারসপেক্টিভস বিভাগে দেখানো হবে ছবিটি। ২৫ নভেম্বর থেকে জাকার্তায় শুরু হয়েছে এই উৎসব, চলবে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত। মায়ার জঞ্জালসহ উৎসবে ২৯টি দেশের ৭১টি স্বল্পদৈর্ঘ্য আর ৫৭টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র স্থান পেয়েছে।

ছবিটির এবারের উৎসবে আমন্ত্রিত হওয়ার খবরটিতে আনন্দিত পরিচালক ইন্দ্রনীল রায় চৌধুরী। তিনি বলেন, ছবিটি বিভিন্ন উৎসবে ভ্রমণ করছে। সামনে আরও বিভিন্ন উৎসবে যাবে। এসব উৎসবে আমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে ছবিটি নিয়ে দেশ—বিদেশের দর্শকের আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। কলকাতা ও ঢাকায় ছবিটি যখন মুক্তি পাবে, তখন এসব উৎসবের অংশগ্রহণ একটা প্রভাব ফেলবে।মায়ার জঞ্জাল ছবির মাধ্যমে ১৫ বছর পর বড় পর্দার জন্য কাজ করলেন অপি করিম। ছবিতে তাঁর চরিত্রের নাম সোমা। মেয়েটি কলকাতার। সে বিবাহিতা। স্বামী আর একমাত্র সন্তানকে নিয়ে তার সংসার। তবে স্বামী বেকার। এ কারণে সন্তানকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে চাকরি করেন সোমা। তার স্বামী চাঁদু চরিত্রে আছেন অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী।কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি ছোটগল্প অবলম্বনে সাজানো হয়েছে ছবিটির চিত্রনাট্য। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের নাট্যদল প্রাচ্যনাটের সোহেল রানা (সত্য), কলকাতার পরান বন্দ্যোপাধ্যায়, চান্দ্রেয়ী ঘোষ (বিউটি) ও ব্রাত্য বসু (গণেশ বাবু)। ছবিটির শুটিং হয়েছে ঢাকা ও কলকাতায়।

বিদেশে গানের শুটিং, দেশের শিল্পীর কণ্ঠে গান রেকর্ড করেও পরে ভারতীয় শিল্পীকে দিয়ে টাইটেল গান রেকর্ডিং, শিল্পীর সম্মানী নিয়ে গড়িমসি, ছবি মুক্তির দিনক্ষণ বারবার পরিবর্তনসব মিলিয়ে 'নবাব এলএলবি' ছবিটি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করেছেন পরিচালক অনন্য মামুন। পরিচালকের এমন আচরণে নায়ক-নায়িকা, সংগীতশিল্পী ও সংগীত পরিচালকসহ ছবিটির সঙ্গে যুক্ত অনেকে বিরক্ত। শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে তেমনটাই জানা গেছে।

এ বছরের সেপ্টেম্বরে দেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী পান্থ কানাই 'নবাব এলএলবি' ছবির টাইটেল গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন। সম্প্রতি অ্যাপে ছবির গান মুক্তির পর দেখা গেল, গানটি গেয়েছেন ভারতীয় একজন সংগীতশিল্পী, যাঁর কোনো কিছুই শিল্পী পান্থ কানাই জানেন না। অন্যদিকে অনন্য মামুন প্রথম আলোকে বললেন, 'পান্থ কানাই বিষয়টি জানেন। তাঁর গাওয়া গানটি আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি বলেই বাদ দিতে হয়েছে। গানটি প্রকাশের পর তিনি (পান্থ কানাই) যখন দেখলেন, অন্য একজন শিল্পী গেয়েছেন, তিনি তাঁর নেওয়া সম্মানী ফেরত দিতেও চেয়েছেন। কিন্তু আমি তা নিইনি। বলেছি, থাকুক।'

বিষয়টি অনন্য মামুনের মিথ্যাচার বলে প্রথম আলোকে জানালেন পান্থ কানাই। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি প্রথম আলোকে বললেন, 'আমার গানটি যে সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তা আপনার কাছ থেকেই প্রথম জানলাম। আমাকে কিছুই জানায়নি। টাকা ফেরত দেওয়ার প্রসঙ্গ তো অনেক পরের কথা। গানটি রেকর্ডের পর অনন্য মামুনের সঙ্গে আমার কোনো আলাপই হয়নি।'পান্থ কানাইয়ের গাওয়া গানটি নিয়ে প্রথম আলোকে ভালো লাগার কথা জানিয়েছিলেন এই ছবির নায়ক শাকিব খানও। তিনি বলেন, 'পান্থ কানাইয়ের গাওয়া গানটি অসাধারণ ছিল। শুটিংয়ের সময়ও এই গান নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। গান মুক্তির পর দেখছি, কোনো কারণ ছাড়াই শিল্পী বদলে গেল। পরে যিনি গেয়েছেন, গানটি নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্যই এসেছে। ভক্ত—শ্রোতাদের সবাই পান্থ কানাইয়ের গানটি শুনতে চেয়েছেন।'ভারতীয় শিল্পীর কণ্ঠে গাওয়া 'আমি নবাব' গানটি সাড়া ফেলতে পারেনি। ফেসবুক ও ইউটিউবে এ নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য দেখা গেছে বেশি। দর্শকদের আরও আক্রমণাত্মক মন্তব্য পড়েছেন অনন্য মামুনের ফেসবুক পোস্টের বিভিন্ন মন্তব্যে। তবে দর্শক ক্ষিপ্ত হওয়ার আরও কারণ হচ্ছে, তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারছেন না।পান্থ কানাই জানালেন, ""নবাব এলএলবি" ছবির গানটি গাওয়ার জন্য আমাকে মাত্র ১৫ হাজার টাকা সম্মানী দেওয়া হয়, এই সম্মানীতে সাধারণত আমি গান গাই না। যেহেতু শাকিব খানের মতো একজন বড় তারকার লিপে প্রথমবার আমার কোনো গান যাচ্ছে, তাই খুব বেশি কিছু বলে আরও কিছু সম্মানী বাড়ানোর কথা বলেছিলাম। পরিচালক আশ্বস্ত করেছিলেন, পরে দেবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো খবর নেননি। আর এখন বুঝি তিনি বলে বেড়াচ্ছেন, গান বাদ দেওয়ার বিষয়টা আমাকে জানানো হয়েছে এবং আমি সম্মানী ফেরত দিতে চেয়েছি! এ কেমন মিথ্যাচার।'একজন শিল্পী একটা প্রজেক্টের জন্য তো সারা বছর ফ্রি থাকবে না। বারবার ডেট নেবেন, বারবার কারণ ছাড়াই ব্যর্থ হবেনতা তো হতে পারে না। সমস্যা হলে জানাতে তো হবেএভাবেই ক্ষোভ ঝাড়লেন মাহিয়া মাহি। তিনি জানালেন, 'শুটিংয়ের দিন নিয়ে সেই দিনে শুটিং বাতিল হলে কোনো জানানোর প্রয়োজনও মনে করেনি পরিচালক। এত বছরের অভিনয়জীবনে এমনটা দেখিনি। এটাকে পুরোপুরি অপেশাদার আচরণ মনে হয়েছে। এদিকে গানের জন্য আমি দিনের পর দিন ডায়েটও করছি। কিন্তু পরিচালকের কোনো খবর নেই!'শুটিংয়ের সময় জানানো হয়, ২৩ অক্টোবর ছবিটি মুক্তি দেওয়া হবে। তার আগে লন্ডনে গানের শুটিং করা হবে। করোনার কারণে পরে পরিকল্পনা করা হয়, গানের শুটিং হবে দুবাই। পরবর্তী সময়ে পরিচালক অনন্য মামুন সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে মালদ্বীপে গানের শুটিং চূড়ান্ত করেন। অক্টোবর ও নভেম্বরে কয়েক দফা ঘোষণা দিয়েও দেশের বাইরে গানের শুটিং করা হয়নি। প্রথম আলোকে পরিচালক অনন্য মামুন সর্বশেষ জানান, ২৭ নভেম্বর শাকিব খান ও মাহিয়া মাহির দুটি গানের শুটিং মালদ্বীপে করা হবে। গানের শুটিংয়ে মাহীসহ যাওয়ার কথা থাকলেও শুধুমাত্র শাকিব খানকে বিমানের টিকিট দেওয়া হয়। এদিকে ২৭ তারিখেও গান দুটির শুটিংয়ে যাওয়ার বিষয়টিতে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।এদিকে একটি দায়িত্বশীল সূত্র প্রথম আলোকে জানিয়েছে, অ্যাপে 'নবাব এলএলবি' দুই দফায় মুক্তি দেওয়ার চিন্তা করছেন পরিচালক অনন্য মামুন। অ্যাপ সাবস্ক্রাইব করাতে এমন কৌশল অবলম্বন করছেন তিনি। ছবির সঙ্গে যুক্ত কেউ কেউ আবার এ—ও বলছেন, 'নবাব এলএলবি' ছবি হিসেবে নির্মিত হলেও এটিকে দুই পর্বের ওয়েব সিরিজ আকারে চালিয়ে দেওয়া হবে না তো আবার! এমন আশঙ্কা প্রকাশ করছেন নায়ক-নায়িকাদের কেউ কেউ। অর্ধেক ছবি দেখিয়ে সবাইকে বাকি অর্ধেকসহ পুরো ছবি দেখতে প্রেক্ষাগৃহে যাওয়ার আহ্বান জানাবেন বলেও শোনা যাচ্ছে। দেখা যাক কী হয়। অপেক্ষা করতে হবে ছবিটি মুক্তির দিন পর্যন্ত। ডিসেম্বর মাসেই ছবিটির মুক্তি নিয়ে ইতিমধ্যেই তোড়জোড় শুরু করেছেন অনন্য মামুন। আজ ঢাকার একটি পাঁচতারা হোটেলে ছবিটির মুক্তি উপলক্ষে অ্যাপ লঞ্চিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানটি। সেখানে যাননি শাকিব খান, মাহিয়া মাহীসহ ছবির শিল্পীদের অনেকেই।

ম্যারাডোনাকে নিবেদিত তারকাদের শোকের স্ট্যাটাস

সদ্য প্রয়াত ফুটবল কিংবদন্তি ম্যারাডোনার মৃত্যুতে কাঁদছে বিশ্ব। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছেন চলচ্চিত্রাঙ্গনের তারকারাও। শোকের এক সুতোয় বিশ্বকে বেঁধে যিনি চলে গেলেন, তাঁকে ঘিরে সিনেমার তারকাদের অনুভূতি কী?

বলিউডের কিং শাহরুখ খান টুইটারে লিখেছেন, 'ডিয়েগো ম্যারাডোনা, আপনার আগমনের আগেও ফুটবল সুন্দর ছিল, কিন্তু এত সুন্দর ছিল না। আপনি নেই, ভাবতেই যন্ত্রণা হচ্ছে। বিশ্ব যেভাবে মুগ্ধ হয়ে আপনাকে দেখেছে, ওপারেও আপনার পায়ের জাদু অব্যাহত থাকুক।' ম্যারাডোনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলিউড অভিনেত্রী কারিশমা কাপুরের। ফুটবলারের সঙ্গে ছবিও তুলেছিলেন তিনি। সেখান থেকে দুটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করে কারিশমা কাপুর লিখেছেন, 'আমার সৌভাগ্য যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মৃত্যুর পরের জীবন সুখের হোক।' রণবীর সিং ম্যারাডোনার একটি সাদাকালো ছবি শেয়ার করে ভাঙা হৃদয়ের স্মারক জুড়ে দিয়েছেন। বলিউড পরিচালক অনুরাগ ক্যাশ্যপ একটি ভাঙা হৃদয়ের ইমোজি এঁকে শেয়ার করেছেন ম্যারাডোনার মৃত্যুসংবাদ। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া লিখেছেন, 'যেখানেই থাকুন, একই রকম থাকুন। আপনি মহাকালের সেরা ফুটবলার। আপনি সত্যিকারের কিংবদন্তি।' স্প্যানিশ তারকা অভিনেতা আন্তোনিয়ো বান্দেরাস লিখেছেন, 'ম্যারাডোনা সেই ব্যক্তি, যিনি বিশ্বের কোটি হৃদয়ে একই উত্তেজনার সঞ্চার করেছেন। এই মানুষটির জন্য কেবল একেকটি ম্যাচ নয়, ফুটবলেরই ভাগ্য বদলে গেছে। একটি গোল বলকে লাখো মানুষ ভালোবেসেছে কেবল তাঁর কারণে। ম্যারাডোনার পরিবার, কাছের মানুষ আর বিশ্বব্যাপী তাঁর ভক্তদের আমার পক্ষ থেকে সমবেদনা।'

ম্যারাডোনার উক্তি তুলে দিয়ে অভিনেত্রী নাওমি ক্যাম্পবেল লিখেছেন, ""আমিই ম্যারাডোনা, যে গোল দেয়, ভুল করে। সবার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করার মতো মেরুদণ্ড রাখে। যাঁরা আমার সমালোচনা করেছেন, তাঁরা নিজেদের সেই শব্দগুলো পানিতে গুলে খান। সৃষ্টিকর্তার যখন সময় হবে, তিনি নিজেই আমাকে নিয়ে যাবেন।'' ম্যারাডোনা, আপনি যেমন ছিলেন, তেমনই থাকবেন। শারীরিকভাবে আপনার চলে যাওয়ায় কিচ্ছু যায়—আসে না। বিশ্বের সব শিশু-কিশোর আর তরুণের ভেতর আপনি যে স্বপ্ন ঢেলে দিয়ে গেছেন, সেখানেই আপনি বেঁচে থাকবেন। আপনার খেলা দেখে যে জীবনে একবার উজ্জীবিত হয়েছে, ফুটবল ভালোবেসেছে, তাঁর ভেতরে আপনি আছেন, থাকবেন।'

টালিউডের শিল্পীরাও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছেন ম্যারাডোনাকে নিয়ে নিজেদের অনুভূতির কথা। দেব লিখেছেন, 'ওপারে ভালো থাকুন।' অর্পিতা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আমাদের ছেলে (অর্পিতা ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে) ফুটবলার হতে চায়। ফুটবল আমাদের জীবনের অংশ। আমাদের সন্তানের মতো কোটি হৃদয়ে ফুটবলের স্বপ্ন গেঁথে দিয়েছেন এই ভদ্রলোক (ম্যারাডোনা)। আমার চোখের সামনে এখনো স্পষ্ট ভেসে ওঠে ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে শতাব্দীর সেই সেরা গোলটির কথা।' অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় টুইটারে লিখেছেন, 'না, আমি বিশ্বাস করি না। আপনি সময়ের সবচেয়ে আলাদা ব্যক্তিত্ব। সবার থেকে আলাদা। সবকিছু থেকে আলাদা। আপনি এভাবে আমার কাছ থেকে আমার শৈশব কেড়ে নিতে পারেন না।' অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়ও মেনে নিতে পারেননি তাঁর প্রিয় ফুটবলারের প্রয়াণ। তিনি লিখেছেন, 'আমি এই মৃত্যুসংবাদ প্রত্যাখ্যান করলাম। এটা চলে যাওয়ার সময় না। আমি মানি না, মানব না।'

দশ বছরে সোনাক্ষীর ৮৪ কোটি টাকা আয়

প্রথম সুযোগেই বলিউড তারকারা উড়াল দিচ্ছেন মালদ্বীপে। নববধূ কাজল আগারওয়াল গেছেন হানিমুনে। ১৫ দিন পেরিয়ে গেল, তাঁদের হানিমুন ফুরাল না। ক্যাটরিনা গেছেন ফটোশুটে। এক ঢিলে দুই পাখি মেরে ছবি তোলাও হলো, আবার ঘোরাও। 'লাভবার্ড' টাইগার শ্রফ আর দিশা পাটানিও উড়াল দিয়েছেন সেখানে। গেছেন একজন আরেকজনের হাত ধরে। কিন্তু ইনস্টাগ্রামে ছবি দিয়েছেন সিঙ্গেল। মালদ্বীপের সাগরে সাঁতরে বেড়াচ্ছে তারা সুতারিয়া আর আদর জৈন জুটিও। লকডাউন শিথিল হতেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে মালদ্বীপ ঘুরে এসেছেন তাপসী পান্নু। আর এবার মালদ্বীপ থেকে ছবি তুলে সোনাক্ষী সিনহা জানান দিলেন, তিনিও সেখানে, পানিতে নেমে সাঁতার কাটছেন মাছের মতোই। একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'পানির ভেতরেই আমি সবচেয়ে সুখে থাকি।' মালদ্বীপের আরেকটি ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন, 'এই দেখুন, দ্বীপকন্যা'।

২০২০ সালে সোনাক্ষী সিনহা বলিউডে পথচলার এক দশক পূর্ণ করলেন। যদিও বছরটা ভালো যায়নি এই দাবাংকন্যার। স্বজনপ্রীতির সব অভিযোগের দায় মাথায় নিয়ে টুইটারকে টা টা বলতে হয়েছে চিরতরে। ইনস্টাগ্রামে মন্তব্যের ঘরেও ঝুলিয়ে দিয়েছেন তালা। বলিউডে যে তারকাদের সবচেয়ে বেশি ট্রলিং, বুলিং ও বডি শেমিংয়ের শিকার হতে হয়েছে, সে তালিকার একেবারে প্রথম নামটিই তিনি। তবে এসবে দমে যাননি তিনি। সোনাক্ষীর ভাষায়, 'সব নেতিবাচকতার জানালা বন্ধ করে ঘুমিয়েছি। আর ঘুম থেকে উঠে নতুন করে শুরু করেছি। লোকে কী বলল, তাই শুনে আমি দমবার পাত্র নই।'

১০ বছরে সোনাক্ষীর অর্জন কম নয়। সিনেমা ও এন্ডোর্সমেন্ট থেকে তাঁর মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৮৪ কোটি ৭০ লাখ টাকার সমান। এর ভেতর ৪০ কোটি টাকার সম্পদ আছে তাঁর। প্রথম ছবি 'দাবাং' বক্স অফিসে হিট হওয়ার পরই ১৪ কোটি টাকা দিয়ে মুম্বাইয়ে কিনেছেন বিলাসবহুল বাড়ি। এই তারকার সংগ্রহে আছে বেশ কয়েকটি গাড়ি। একটি করে বিএমডব্লিউ, রেঞ্জ রোভার, মার্সিডিজ, মিনি কুপার ও অডি।সোনাক্ষী মডেল হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন, ২০০৮ সালে ল্যাকমে ফ্যাশন উইকে র‍্যাম্পে হাঁটেন তিনি এবং তারপর আবার ২০০৯ সালেও র‍্যাম্পওয়াক করেন। ২০১০ সালে সালমান খানের সঙ্গে 'দাবং' ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয়েছিল সোনাক্ষীর।এ ছবিতে গ্রামের তরুণী রাজজো চরিত্রে অভিনয় করার জন্য ৩০ কেজি ওজন কমিয়েছিলেন তিনি। সে বছর অভিনয়ের জন্য তিনি সেরা নারী নবাগত হিসেবে ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। এরপর বলিউডে একাধিক হিট ছবির নায়িকা হিসেবে কাজ করে আসছেন শত্রুঘ্ন সিনহার মেয়ে অভিনেত্রী সোনাক্ষী। সোনাক্ষীকে এবার দেখা যাবে 'ভুজ: দ্য প্রাইড অব ইন্ডিয়া' সিনেমায়।

যে কারণে ক্যাটরিনাকে কোভিড পরীক্ষা করাতে হচ্ছে

করোনার তাণ্ডবের মধ্যেই বলিউড তার নিজস্ব ছন্দে ফিরতে মরিয়া। বেশ কিছু ছবির শুটিং শেষ হয়েছে এই মহামারির মধ্যেই। আবার অনেক ছবির শুটিং চলছে রমরমিয়ে। মহা আয়োজনে শুরু হতে যাচ্ছে আরও বেশ কিছু সিনেমার শুটিং। এদিকে বলিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফও শুটিং শুরুর জন্য প্রস্তুত। আর সে জন্য করোনা পরীক্ষা করালেন এই বলিউড তারকা।সম্প্রতি ক্যাটরিনার করোনা পরীক্ষার এক ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে নেট দুনিয়ায়। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে করোনা পরীক্ষা করাচ্ছেন 'ধুম থ্রি', 'জাব তাক হ্যায় জান', 'জিরো', 'ভারত', 'টাইগার জিন্দা হ্যায়', 'রাজনীতি'খ্যাত এই অভিনেত্রী। পিপিই কিট পরে একজন স্বাস্থ্যকর্মী তাঁর নমুনা সংগ্রহ করছেন এবং তাঁকে হাসিমুখে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন। এ সময় ক্যাটরিনার চোখেমুখে যন্ত্রণার ঝিলিক দেখা গেছে। তবে তিনি তা হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন।ভিডিওটি শেয়ার করে ক্যাটরিনা ক্যাপশনে লিখেছেন, 'শুটিংয়ের জন্য পরীক্ষা করানো জরুরি। আর আমাকে বলা হয়েছে, আমি যেন কেবল হাসতে থাকি।' করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এলে ক্যাটরিনা শুটিং শুরু করতে পারবেন। তবে কোন ছবির জন্য তিনি শুটিং শুরু করবেন, এ ব্যাপারে খোলাসা করেননি।আলী আব্বাস জাফরের সুপার ম্যানভিত্তিক ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ক্যাটরিনা। এ ছাড়া এক্সেল এন্টারটেইনমেন্টের ভৌতিক হাসির ছবি 'ফোন ভূত'-এর মূল চরিত্রে আছেন তিনি। এই ছবিতে তাঁর সঙ্গে আছেন সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও ঈশান খট্টর। তবে এর মধ্যে কোন ছবির জন্য এই বলিউড নায়িকা করোনা পরীক্ষা করাচ্ছেন তা সময়ই বলবে।ক্যাটরিনা তাঁর ক্যারিয়ারকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছেন।

এটিই বিশ্বের সবচেয়ে বেশিবার দেখা সিরিজ

'দ্য কুইন'স গ্যাম্বিট', বাংলা করলে দাঁড়ায় রানির প্যাঁচ। যা দাবা খেলার একটা বিশেষ চাল। ২৪ অক্টোবর সাত পর্বের এই মিনি সিরিজ মুক্তি পায় নেটফ্লিক্সে। আর মাত্র এক মাসে অন্তত ৬ কোটি ২০ লাখ নেটফ্লিক্স ব্যবহারকারী দেখে ফেলেছেন এই সিরিজ। বিশ্বের ৬৩টি দেশে এই সিরিজ রয়েছে নেটফ্লিক্সে সবচেয়ে বেশি দেখা কনটেন্টের ভেতর এক নম্বর অবস্থানে। কুইন'স গ্যাম্বিটের সফলতা নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকা।

ওয়েব সিরিজটি মার্কিন লেখক ওয়াল্টার টেভিসের একই নামের ১৯৮৩ সালের উপন্যাস থেকে নেওয়া।এই উপন্যাসের মূল চরিত্র বেথ হারমন। গাড়ি দুর্ঘটনায় মায়ের মৃত্যুর পর ৯ বছরের বেথ বেড়ে ওঠে একটি আশ্রয়কেন্দ্রে। সেখানকার নিরাপত্তারক্ষীর কাছ থেকে দাবা খেলা শেখে বেথ। একসময় সে-ই হয়ে ওঠে বিশ্বের সেরা দাবাড়ু। এই দুইয়ের মাঝে রয়েছে মাদকাসক্তিসহ নানা প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে বেথের যুদ্ধ আর উত্থান-পতনের গল্প। সেই গল্পে শক্ত করে বেথের হাত ধরে রেখেছিল পালিত মা।

বেথ হারমনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া আর্জেন্টাইন-ব্রিটিশ অভিনেত্রী অ্যানা টেইলর জয়। মিয়ামিতে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ মা ও 'পাওয়ারবোট রেসার' বাবার ঘরে জন্ম নেন। ছয় ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট অ্যানা। তিনি যখন খুব ছোট, তখন তাঁর পরিবার বুয়েনস এইরেসে চলে যায়। ৬ বছর বয়সে থিতু হয় লন্ডনে। 'চিত্রনাট্য পড়ে মনে হলো, আমি বেথ চরিত্রের একাকিত্ব অনুভব করি। তাঁর সংগ্রাম, তাঁর সফলতাএসব কিছু ছাপিয়ে বেথের নীরবতা, নিঃসঙ্গতা আমাকে স্পর্শ করছিল। আর যখন দুটো মানুষ একই রকম অনুভব করে, তখন কেউ আর একা থাকে না। সেই নিঃসঙ্গতায় বেথের আশ্রয় ছিল দাবা। আর আমার আশ্রয় অভিনয়।'

১৬ বছর বয়সে মডেলিং দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করলেও মাত্র এক দশকের মাথায়, এই মুহূর্তে তিনি বিশ্বের অন্যতম আলোচিত অভিনেত্রী। ২৬ বছর বয়সী অ্যানা সিরিজে তাঁর চরিত্রটি সম্পর্কে বলেন, 'চিত্রনাট্য পড়ে মনে হলো, আমি বেথ চরিত্রের একাকিত্ব অনুভব করি। তাঁর সংগ্রাম, তাঁর সফলতাএসব কিছু ছাপিয়ে বেথের নীরবতা, নিঃসঙ্গতা আমাকে স্পর্শ করছিল। আর যখন দুটো মানুষ একই রকম অনুভব করে, তখন কেউ আর একা থাকে না। সেই নিঃসঙ্গতায় বেথের আশ্রয় ছিল দাবা। আর আমার আশ্রয় অভিনয়।'

সিরিজটি বানিয়েছেন স্কট ফ্র্যাঙ্ক আর অ্যালান স্কট। এর আগে 'আউট অব সাইট' ও 'লোগান' ছবির জন্য চিত্রনাট্যকার হিসেবে দুটি অস্কার জিতেছেন স্কট ফ্র্যাঙ্ক। এই চিত্রনাট্যও তাঁরই লেখা। সিরিজের প্রেক্ষাপট ১৯৫০ থেকে ১৯৬০-এর দশক। তখন নারীদের দাবা খেলার চল ছিল না বললেই চলে। ইতিমধ্যে এই সিরিজের একটি দৃশ্য ছোট ও বড় পর্দার স্পোর্টস ড্রামা বিভাগে 'সেরা খেলার দৃশ্য' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

বৃহস্পতিবার ধর্মঘটের প্রতিবাদে রাস্তায় বিজেপি সমর্থকরা। ছবি- নিজস্ব।

পঞ্চভূতে বিলীন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের নশ্বর দেহ, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় হাজার হাজার গুণমুগ্ধের উপস্থিতিতে মুখাগ্নি পুত্র গৌরবের

গুয়াহাটি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেল অসমের টানা পনেরো বছরের মুখ্যমন্ত্রী, ছয়বারের সাংসদ, দুবারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যবাসীর প্রিয় নেতা তরুণ গগৈয়ের নশ্বর দেহ। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, বহু দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, প্রয়াতের পত্নী ডলি গগৈ, কন্যা চন্দ্রিমা, পুত্রবধূ এলিজাবেথ কলবার্ণ, অগপ সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরা, মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী, মন্ত্রী কেশব মহন্ত, কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি রিপুন বরা, দলের কেন্দ্রীয় নেতা জীতেন্দ্র সিং, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস, মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া, পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত সহ প্রায় সব মন্ত্রী-বিধায়ক, সরকারি পদস্থ ও উচ্চপদস্থ আধিকারিক, কর্মচারী এবং হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ বিদায় দেওয়া হয়েছে রাজনীতির মহীরূহ তথা দুরন্ত তরুণকে।

আজ প্রয়াত প্রিয় নেতার নশ্বর দেহ শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয় বিভিন্ন মন্দির-নামঘর-গির্জা-মসজিদে। সে সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে স্ব-স্ব ধর্মীয় বিধিবলে প্রার্থনা, পূজাদি দিয়ে বেলা দুটা নাগাদ মরদেহ নিয়ে আসা হয় নবগ্রহ দেবলয় শ্মশানে। এখানে মুখ্যমন্ত্রী, অর্থ-স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা থেকে শুরু করে উপস্থিত বহুজন পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে প্রয়াত প্রবীণ নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। এর পর মরদেহ তোলা হয় সুসজ্জিত তিন নম্বর চিতায়। কয়েকজন পুরোহিতের পরিচালনায় আহোম পরম্পরা এবং বৈদিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে বিকেল ৩:২৪ মিনিটে পুত্র গৌরব গগৈ তাঁর প্রয়াত বাবার মুখাগ্নি করেন।

প্রয়াত নেতার শেষকৃত্যে অংশগ্রহণ করতে রাজ্যের প্রায় সব জেলা থেকে অসংখ্য মানুষ এসেছিলেন। তিল ধারনের জায়গা ছিল না শ্মশানে। এসেছেন উজান থেকে নিম্ন এবং বরাক উপত্যকার দলীয় নেতা ও কর্মীরা। যাঁরা শ্মশানের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেননি তাঁরা বাইরে এলইডি স্ক্রিনে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দৃশ্য দেখেছেন। আজ গোটা শ্মশান চত্বরে কান্নার রোল উঠেছে বার বার। খোদ মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২৩ নভেম্বর সন্ধ্যা ৫:৩৪ মিনিটে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন তরুণ গগৈ। তার পরের দিন ২৪ নভেম্বর হাসপাতাল থেকে তাঁর নশ্বর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় সরকারি আবাসে। সেখান থেকে কংগ্রেসের প্রদেশ সদর দফতর রাজীব ভবন এবং ওই দিন সন্ধ্যা থেকে আজ সকাল পর্যন্ত রাখা ছিল শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে।

নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ সকাল ৭:৪০ মিনিটে শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্র থেকে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের নশ্বর দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য বিশাল শোভা বের হয়। অসংখ্য দলীয় নেতা কর্মী সমর্থক অনুগামী থেকে শুরু করে সাধারণ জনতার উপস্থিতিতে শোভাযাত্রা করে বৃহস্পতিবার কলাক্ষেত্রে থেকে বের হয়ে প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মিনিস্টার্স কলোনিতে তাঁর সরকারি বাসভবনে। সেখানে আহোম পরম্পরাগত ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে ফের অন্তিমশয্যার জন্য সাজিয়ে দেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। এ পর সকাল ৯:০০ টায় শুরু হয় শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রা করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় রুক্মিণীনগর গির্জায়। গির্জায় বহু ছাত্রছাত্রী এবং খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে নিয়ে তরুণ গগৈয়ের চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করেন ফাদার। সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন এলাকার সাধারণ জনতা। গির্জা থেকে গণেশগুড়ি, চানমারি হয়ে রাজপথ ধরে বাতানুকূল কফিনবন্দি মরদেহবাহী পুষ্পাদিতে সুসজ্জিত বিশাল লরি নিয়ে যাওয়া হয় জু-রোডের নামঘরে। সেখানে হরিনাম ও কীর্তনাদি শেষে যাত্রা করে আমবাড়িতে অবস্থিত বুঢ়ামসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়। মসজিদে যথারীতি ইসলাম ধর্মানুসারে প্রার্থনাদি সম্পন্ন করে শকটবাহী লরি নিয়ে অসংখ্য অনুরাগী রওয়ানা হন শুক্লেশ্বরের উদ্দেশ্যে। শুক্লেশ্বরে পূজা-পাট করে নিয়ে যাওয়া হয় উগ্রতারা দেবালয়ে। উগ্রতারায় পূজাক্রিয়ার পর বেলা দুটো নাগাদ তরুণ গগৈয়ের নশ্বর দেহ সোজা নিয়ে যাওয়া হয় নবগ্রহ দেবালয় শ্মশানে।

ভারত-নেপাল বন্ধুত্ব চুক্তি থেকে মেঘালয়কে বাদ দিতে প্রধানমন্ত্রীকে আবেদন খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন-এর

শিলং, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : ১৯৫০ সালে ভারত-নেপাল বন্ধুত্ব চুক্তি থেকে মেঘালয়কে বাদ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছে খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। মূলত, মেঘালয়ে বহিরাগতদের প্রবেশ আটকানোর জন্যই এই দাবি উঠেছে।

খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন চাইছে, মেঘালয়ে ইনার লাইন পারমিট চালু করে কঠোরভাবে তা বাস্তবায়ন হোক। সম্প্রতি, রাজ্যে বাঙালি বিরোধী আন্দোলন সকলের নজর কেড়েছে। ফলে ছাত্র সংগঠন চাইছে, ভারত-নেপাল বন্ধুত্ব চুক্তি থেকে মেঘালয়কে বাদ দিতে। সংগঠনের মতে, বেঙ্গল ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেগুলেশন ১৮৭৩ অথবা ইনার লাইন পারমিটের সঠিক বাস্তবায়ন বহিরাগতদের আটকাতে একমাত্র কার্যকরী পদক্ষেপ হবে। কারণ, ক্রমেই রাজ্যের জনজাতিরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছেন বলে আশঙ্কা করছে ছাত্র সংগঠনটি।

সম্প্রতি, মণিপুরে ইনার লাইন পারমিট চালু হয়েছে। তাতে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অসম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরা ওই পদ্ধতির আওতার বাইরে রয়েছে। সংগঠনের দাবি, ১৯৭১ সালের পর থেকে ভারতে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যে অন্য রাষ্ট্র থেকে মানুষের আগমন ভারতীয় মূল নাগরিকদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করেছে। ক্রমাগত অন্যরাষ্ট্র থেকে মানুষের আগমন হচ্ছে। ফলে, এই ব্যবস্থায় এখন লাগাম টানা খুবই জরুরি। স্টুডেন্টস ইউনিয়নের দাবি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূমিপুত্র এবং অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের দাবি, জনজাতিদের উন্নতি, নিরাপত্তা এবং অধিকার রক্ষায় ইনার লাইন পারমিট চালু করতেই হবে। তবেই মেঘালয়ে শান্তি এবং সৌভ্রাতৃত্ব স্থায়িত্ব পাবে। তাই ছাত্র সংগঠন প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই আর্জি জানিয়েছে। পাশাপাশি, মেঘালয়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকরে পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।

তাঁদের বক্তব্য, মেঘালয়ে নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষ সীমান্ত এলাকায় নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে। তাতে মেঘালয়ের ভূমিপুত্ররা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন।

এমএসপি নিয়ে সমস্যা হলে রাজনীতি ছেড়ে দেব : খাট্টার

চন্ডীগড়, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): দিল্লিমুখী কৃষকদের রুখতে হরিয়ানা সরকারের পদক্ষেপকে তীব্র নিন্দা করলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। পাল্টা ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার জানিয়েছেন, ''ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং, আমি ফের বলছি, এমএসপি নিয়ে যদি কোনও সমস্যা হয়, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।'' কৃষি আইনের বিরোধিতায় ''দিল্লি চলো'' অভিযানের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার সকালে পঞ্জাবে, হরিয়ানা সীমান্তে জড়ো হন হাজার হাজার আন্দোলনকারী কৃষক। শান্তিতেই নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে দিল্লি অভিমুখে যাচ্ছিলেন কৃষকরা।

কিন্তু, কৃষকদের মিছিল হরিয়ানার আম্বালার কাছে শম্ভু সীমান্ত (পঞ্জাব-হরিয়ানা সীমান্ত) পৌঁছতেই ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে হরিয়ানা পুলিশ। জলকামান চালায় হরিয়ানা পুলিশ, কাঁদানে গ্যাসও ব্যবহার করা হয়। এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানায় হয়েছে, ''কৃষকদের কেন আটকাচ্ছে মনোহরলাল খাট্টার সরকার?'' কৃষকদের রুখতে পুলিশ বাহিনীর ব্যবহারকে অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে লেখেন, ''ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং, আমি ফের বলছি, এমএসপি নিয়ে যদি কোনও ঝামেলা হয়, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। বিগত ৩ দিন ধরে আপনার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনাকেই পাওয়া যাচ্ছে না।''

কর্তব্য পালন করলে অধিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সুরক্ষিত হবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): আমরা যদি কর্তব্য পালন করি, তাহলে অধিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সুরক্ষিত হবে। বৃহস্পতিবার ৮০ তম সর্বভারতীয় প্রিসাইডিং অফিসার্স কনফারেন্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই মন্তব্যই করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গান্ধীজিকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কর্তব্যের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন গান্ধীজি। অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ দেখেছিলেন তিনি। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত ৮০ তম সর্বভারতীয় প্রিসাইডিং অফিসার্স কনফারেন্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আমাদের সংবিধানের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিন্তু বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল কর্তব্য। কর্তব্যের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন গান্ধীজি। অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ দেখেছিলেন তিনি। গান্ধীজি বুঝতে পেরেছিলেন, আমরা যদি নিজেদের কর্তব্য পালন করি, তাহলে অধিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুরক্ষিত হবে।''

১২ বছর আগে এই দিনই বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছিল পাকিস্তানী জঙ্গিরা। ২৬/১১ হামলা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, ''২০০৮ সালে এই দিনই, পাকিস্তানের সন্ত্রাসীরা মুম্বইয়ে হামলা চালিয়েছিল। বিদেশী নাগরিক, পুলিশ কর্মী-সহ অনেকেরই মৃত্যু হয়েছিল। তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। সেই জখম ভারত কখনই ভুলতে পারবে না। এখন নতুন নীতি নিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে ভারত। সন্ত্রাসবাদের লড়াই চালিয়ে যাওয়া আমাদের জওয়ানদের প্রণাম।'' এক দেশ, এক নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, ''এক দেশ, এক নির্বাচন শুধুমাত্র বিতর্কের বিষয় নয়, ভারতের প্রয়োজনও। মাসে মাসে বিভিন্ন স্থানে নির্বাচন হয়, এর ফলে উন্নয়নমূলক কাজে কী প্রভাব পড়ে তা সকলের জানা। এই ইস্যু নিয়ে স্টাডি করা প্রয়োজন এবং প্রিসাইডিং অফিসাররা দিকনির্দেশনা শক্তি হতে পারেন।''

মুম্বইয়ে ২৬/১১ হামলার ১২ বছর : শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

মুম্বই, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): আতঙ্কের স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি মুম্বই তথা গোটা দেশবাসীর মন থেকেঊ ২৬/১১-র সেই স্মৃতি এখনও তাজা সকলের মনেঊ ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা কেড়ে নিয়েছিল ১৬৬ জনের প্রাণঊ পাকিস্তানি জঙ্গিদের এলোপাথাড়ি গুলিতে রক্তাক্ত হয়েছিল বাণিজ্যনগরী মুম্বইঊ ২৬/১১ হামলায় নিহতদের বৃহস্পতিবার স্মরণ করল গোটা দেশঊ এদিন সকালে দক্ষিণ মুম্বইয়ে পুলিশ স্মারক, মুম্বই পুলিশ জিমখানায় শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারি, মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে, মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ, পরিবেশ মন্ত্রী আদিত্য ঠাকরে, ডিজিপি সুবোধ কুমার জয়সওয়াল, মুম্বই পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং প্রমুখ।

এদিনই ৮০ তম সর্বভারতীয় প্রিসাইডিং অফিসার্স কনফারেন্সে মুম্বই হামলার নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ২৬/১১ হামলাকে ভারত কখনওই ভুলতে পারবে। ২০০৮ সালে এই দিনই, পাকিস্তানের সন্ত্রাসীরা মুম্বইয়ে হামলা চালিয়েছিল। বিদেশী নাগরিক, পুলিশ কর্মী-সহ অনেকেরই মৃত্যু হয়েছিল। তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। সেই জখম ভারত কখনই ভুলতে পারবে না। এখন নতুন নীতি নিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে ভারত।

২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর আরব সাগর দিয়ে মুম্বইয়ে ঢুকে পড়েছিল লস্কর-ই-তৈবা (এলইটি)-র সন্ত্রাসবাদীরাঊ বাণিজ্যনগরীর বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালায় তারাঊ এলোপাথাড়ি গুলি আর বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ১৬৬ জনের। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে লড়াইয়ে মৃত্যু হয় ৯ জঙ্গিরঊ একমাত্র জীবিত জঙ্গি আজমল কাসভের ফাঁসি হয়েছে ২০১২ সালের ২১ নভেম্বরঊ

নিয়ন্ত্রণরেখা ফের অশান্ত, পুঞ্চে সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

জম্মু, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): হামলার মনোভাব থেকে পিছু হটছেই না পাকিস্তান। বিনা প্ররোচনায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ বৃহস্পতিবার দুপুরে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কিরনি ও কাসবা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত ভারতীয় সেনাছাউনি ও সীমান্তবর্তী এলাকা লক্ষ্য করে গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুর ০১.৩০ মিনিট থেকে পুঞ্চ জেলার কিরনি ও কাসবা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাক সেনা। নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীঊ প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ এদিনের পাক হামলায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

বৃহস্পতিবার ধর্মঘটের দিনে সিপিএম অফিসে হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ছবি- নিজস্ব।

ভবিষ্যতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে নতুন কৃষি বিল : কৃষিমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): নতুন কৃষি বিল নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন দেশের কৃষকরা। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার জানিয়ে দিলেন, নতুন কৃষি বিল বর্তমান সময়ের প্রয়োজন। ক্ষুব্ধ কৃষকদের উদ্দেশে বৃহস্পতিবার কৃষি মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার বলেছেন, ''কৃষি ভাইদের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা আন্দোলন করবেন না। আমরা আলোচনা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। আমি নিশ্চিত আমরা আলোচনা করলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।''

নতুন কৃষি বিল বর্তমান সময়ের প্রয়োজন আখ্যা দিয়ে কৃষি মন্ত্রী বলেন, নতুন কৃষি বিল বর্তমান সময়ের জন্য প্রয়োজন। আগামী দিনে, নতুন কৃষি বিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। পঞ্জাবে আমাদের কৃষক ভাইদের ভুল ধারণা দূর করার জন্য, সেখানকার সচিব পর্যায়ে আমরা বলেছি। ৩ ডিসেম্বর আমরা কথা বলব।''

বিজেপির বিক্ষোভ স্থল থেকে কৈলাস বিজয়বর্গীয় সহ আটক বেশ কয়েকজন

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি স): মাঝেরহাট ব্রিজ চালুর দাবিতে রণক্ষেত্র তারাতলা। কৈলাস বিজয়বর্গীয়র নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার তারাতলা থেকে মাঝেরহাট ব্রিজ পর্যন্ত বিজেপির মিছিল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মিছিল শুরুর আগেই তারাতলাতে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। মিছিল আটকাতেই পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের খন্ড যুদ্ধ শুরু হয়। এর পরে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়। ঘটনাস্থল থেকে কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে প্রথমে আটক করা হয়। পরবর্তীকালে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। কিন্তু সকল নেতাকর্মীকে ছাড়া না হলে ঘটনাস্থল থেকে বিজেপি নেতা যাবেন না সাফ জানিয়ে দেন।

মাঝেরহাট ব্রিজ এখনও কেনও চালু হয়নি। অবিলম্বে চালু করা হোক এই দাবি তুলে পথে নামে বিজেপি।মাঝেরহাট ব্রিজ চালুর দাবিতে তারাতলা থেকে মিছিল করে যাওয়ার কথা ছিল বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। কিন্তু তারাতলায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা এসে পৌঁছাতে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। মিছিল আটকাতেই পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের শুরু হয় ধস্তাধস্তি।বিজেপির মিছিল আটকে দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। পুলিশ বিক্ষোভ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় বিজেপি কর্মীদের। ব্যাপক গোলমাল শুরু হয়ে যায় তারাতলায়। অভিযোগ, পুলিশের উপর ইট বৃষ্টি করতে শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা। তারপরই পুলিশ পাল্টা লাঠিচার্জ করতে শুরু করে।এরপর পুলিশের লাঠির ঘায়ে বিজেপি কর্মীর মাথা ফেঁটে গিয়েছে বলেও অভিযোগ।লাঠি উঁচিয়ে পুলিশ তাড়া করে বিজেপি কর্মীদের। বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়র নেতৃত্বে হওয়ার কথা ছিল বিজেপির এই মিছিল।

প্রতি পদে রাজ্যকে হেনস্থা করার চেষ্টা করেছে যারা তাদের বিক্ষোভ শোভা পায় না, বিজেপির বিক্ষোভকে কটাক্ষ অরূপ বিশ্বাসের

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি স):মাজেরহাট ব্রিজ খোলার দাবিতে বৃহস্পতিবার পথে নামে বিজেপি। বিজেপির বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে তারাতলা এলাকা। বিজেপি কর্মী সমর্থক পুলিশদের খণ্ডযুদ্ধে রণক্ষেত্র মাঝেরহাট এলাকা। বিজেপির মাঝেরহাট ব্রিজ চালু নিয়ে বিক্ষোভকে কটাক্ষ করে নবান্ন থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ''প্রতি পদে পদে রাজ্যকে হেনস্থা করার চেষ্টা করেছে যারা তাদের বিক্ষোভ শোভা পায় না'' বিজেপির বিক্ষোভকে এক হাত নিয়ে সুর ছড়ালেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে অরূপ বিশ্বাস আরও বলেন, '' মাঝেরহাট ব্রিজ আরও দ্রুত চালু হত। রেলের অসহযোগিতায় কাজ শেষে দেরি। যারা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করছেন তারা কোনওভাবেই আমাদের সহযোগিতা করেননি। রেলের অনুমতি না পাওয়ায় ৯ মাস দেরি। যারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেনি প্রতি পদে পদে রাজ্যকে হেনস্থা করার চেষ্টা করেছে তাদের বিক্ষোভ শোভা পায় না। রাজ্যকে সহযোগিতা করেনি রেল। মাঝেরহাট ব্রিজ নিয়ে একাধিকবার রেলকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আমাদের আধিকারিকরা রেলের এর দফতরে গিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বসে থেকেছেন তাও কোনও লাভ হয়নি। ভালো করে আগে নিজেরা কাজ করতে শিখুন তারপর বিক্ষোভ দেখাবেন। বাংলার উন্নয়ন স্তব্ধ করার চেষ্টা বিজেপির। বাইরে থেকে বহিরাগত এনে গুন্ডামি করানোর চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের কাজ মানুষের পাশে থাকা''।

উল্লেখ্য, মাঝেরহাট ব্রিজ এখনও কেনও চালু হয়নি। অবিলম্বে চালু করা হোক এই দাবি তুলে পথে নামে বিজেপি।মাঝেরহাট ব্রিজ চালুর দাবিতে তারাতলা থেকে মিছিল করে যাওয়ার কথা ছিল বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। কিন্তু তারাতলায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা এসে পৌঁছাতে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। মিছিল আটকাতেই পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের শুরু হয় ধস্তাধস্তি।বিজেপির মিছিল আটকে দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। পুলিশ বিক্ষোভ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় বিজেপি কর্মীদের। ব্যাপক গোলমাল শুরু হয়ে যায় তারাতলায়।

অভিযোগ, পুলিশের উপর ইট বৃষ্টি করতে শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা। তারপরই পুলিশ পাল্টা লাঠিচার্জ করতে শুরু করে। লাঠি উঁচিয়ে পুলিশ তাড়া করে বিজেপি কর্মীদের। বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়র নেতৃত্বে এদিন বিজেপির মিছিল।

বৃহস্পতিবার বামপন্থী সংগঠনের উদ্যোগে আগরতলায় ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হেলমেট পরে সরকারি বাস চালালেও, ধর্মঘটের দিন বাসের আসন ফাঁকা

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি স):একাধিক দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার ১৬টি বাম সংগঠন দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ধর্মঘটের সমর্থনে সকাল থেকেই পথে নেমেছে বামেরা। শহরের একাধিক জায়গায় চলছে বিক্ষোভ। তবে ধর্মঘটের দিন শহরতলীতে বাসের পরিষেবা অন্যান্য দিনের মতোই থাকবে বলে আগেই জানায় পরিবহন দফতর। আর তাই সরকারি বাস চালকদের সুরক্ষার স্বার্থে তাদেরকে হেলমেট দেওয়া হয়েছে। হেলমেট পরে সরকারি বাস চালালেও ধর্মঘটের দিন বাসের আসন ফাঁকাই।

একাধিক দাবি নিয়ে এদিন ধর্মঘটে সামিল হয়েছে রাজ্যের বামপন্থী কৃষক ও খেতমজুররা। রাজ্যের ১৬টি বামপন্থী ও সহযোগী দল, কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনগুলি সামিল হয়েছে ধর্মঘটে। ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় টায়ার জ্বালিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। মেট্রো স্টেশনে শাটার নামিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি রেললাইনের উপর বসে ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই করেছে বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন জায়গায় বাসের দরজা বন্ধ করে বাস থেকে যাত্রী নামিয়ে বাস চলতে দেবে না বলেও দাবি তোলে। তবে সুরক্ষার স্বার্থে আগেভাগেই সরকারি বাস চালকদের হেলমেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে কোনোভাবেই বিক্ষোভের রেশ যেন তাদের উপর না পরে। তবে ধর্মঘটের দিন রাস্তাঘাট ফাঁকা। ফাঁকা রয়েছে রাস্তাঘাট ও। বাসের বেশিরভাগ সিটও রয়েছে ফাঁকা।

তারাতলায় বিজেপি-র বিক্ষোভের সমালোচনায় বামেরা

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি. স.) : তারাতলায় বিজেপি-র প্রবল বিক্ষোভ ঠেকাতে পুলিশের লাঠি অনেকটাই ঢেকে দিল বামেদের রাজ্যব্যাপী ধর্মঘটের ছবি। এতে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ জানিয়েছেন বাম নেতৃত্ব।

মাঝেরহাট ব্রিজ অবিলম্বে চালুর দাবিতে এদিন বিজেপি তারাতলার মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিএম নেতা মানব মুখোপাধ্যায় বলেন, বাম এবং সহযোগী শক্তির ঐতিহাসিক ধর্মঘট সফল হওয়াকে নস্যাৎ করতে তারাতলার মোড়ে অভিনীত হল তৃণমূল-বিজেপি অভিনীত তৃতীয় শ্রেনীর নাটক।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতা পার্থপ্রতীম বিশ্বাস বলেন, এটা ঠিক মাঝেরহাট ব্রিজ চালু করতে দেরি হচ্ছে। আরও আগে চালু করলে ভাল হত। কিন্তু এখন কাজের প্রায় শেষ পর্যায়ে যখন নিরাপত্তাবিধি মেনে সবকিছু দেখা হচ্ছে, এরকম বিক্ষোভের মানে হয় না।

বনধ ব্যর্থ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, দাবি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি. স.) : বাম-কংগ্রেসের ডাকা বৃহস্পতিবারের বনধ ব্যর্থ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দাবি করলেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ে।

শোভনদেববাবু বলেন, চা বাগানে শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষ কাজে এসেছেন। হাজিরা বন্দরে ৯০ শতাংশের ওপর এবং সরকারি নানা দফতরে প্রায় স্বাভাবিক। আমার বিদ্যুৎ দফতরে তো কথাই নেই। পুরোদমে উৎপাদন হচ্ছে। বেশিরভাগ জায়গাতেই মানুষ অফিসে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। হেঁটে বা যে যেভাবে পেরেছেন অফিস গিয়েছেন। চটকলে হাজিরা প্রায় ৯০ শতাংশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

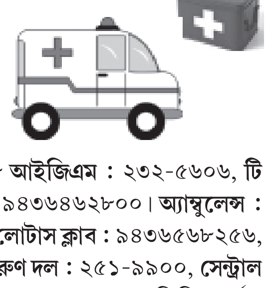

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করার দাবি জানালেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬নভেম্বর (হি. স.): রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করার দাবি জানালেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি গরু পাচার কান্ড এবং কয়লা দুর্নীতিকে নিয়ে রাজ্য প্রশাসন ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে নিশানা করে টুইট করেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এরপরেই এদিন রাজ্যপালকে তীব্র আক্রমণ করেন তৃণমূল সাংসদ। বলেন, 'অপরাধীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের। তাই অপরাধীদের গ্রেফতার করায় তার বিরোধিতা করে ট্যুইট করছেন তিনি। পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টাও করছেন।'

ল্যাণ বাবু আরও জানান, কোনও ব্যক্তি যদি ফৌজদারি তদন্তে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন বা অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করেন, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬ এবং ১৮৯ ধারায় মামলা শুরু করা যায়। এরপরেই কলকাতা পুলিশের কাছে দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, 'ট্যুইট করে কলকাতা এবং বিধাননগর পুলিশকে অকেজো করার চেষ্টা করছেন রাজ্যপাল। পুলিশকে হুমকিও দিচ্ছেন তিনি। যেটা তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না'। পরবর্তী পর্যায়ে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে আরও পর্দা ফাঁস করবেন তাঁরা। এই কথা জানিয়ে কল্যাণবাবু বলেন, 'ইডি যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য কেন বাধা দিচ্ছেন রাজ্যপাল ?রাজ্যপালের সঙ্গে বিজেপি-র এবং পশ্চিমবঙ্গের অনেক ক্রিমিনালের সরাসরি যোগাযোগ আছে। বার বার তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে টার্গেট করছেন। রাজ্যপাল মূল অভিযুক্তদের সাহায্য করার চেষ্টা করছেন। তদন্তে বাধা দেওয়ার এবং প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন।'

গোবিন্দ আগরওয়াল এবং সুদীপ্ত রায় চৌধুরী নামে দুর্নীতি ও মানুষ এবং গরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত দুই অভিযুক্তের হয়ে সওয়াল করছেন রাজ্যপাল। এই অভিযোগ করে কল্যাণ আরও দাবি করেন, এই তদন্তেই সুদীপ্ত রায় চৌধুরী নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সিবিআই-এর কাছ থেকে তথ্য পায় কলকাতা পুলিশ। তাকেও গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ। এই সুদীপ্ত রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে ইডি বিধাননগর পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করেছিল বলে দাবি করেছেন তৃণমূল সাংসদ।

তিনি বলেন, ইডি তদন্তে উঠে আসে যে এই সুদীপ্ত রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে রোজভ্যালির এক কর্মীর থেকে ২ কোটি টাকা নিয়েছিলেন। এই ব্যক্তি মানুষ ও গরু পাচার এবং তোলাবাজির বড়সড় চক্রের সঙ্গে যুক্ত বলেও অভিযোগ করেন কল্যাণ বাবু। তাঁর অভিযোগ, গোবিন্দ আগরওয়াল এবং সুদীপ্ত রায় চৌধুরীদেগ্রেফতারের বিরোধিতা করে ২২ এবং ২৫ নভেম্বর দু''টি ট্যুইট করেছেন।

সংবিধান দিবসে ফের মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি. স.) : সংবিধান দিবসের সকালে ফের টুইটে মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। পরামর্শ দিলেন সংবিধান মেনে বাংলা শাসনের। সরকারি কর্মীদেরও নিশানা করেন রাজ্যপাল।

গত বছর সংবিধান দিবসে প্রায় একই সময়ে বিধানসভা ভবন এবং রাজভবনে আলোচনার আয়োজন নিয়ে প্রবল বিতর্ক হয়েছিল।

রাজ্য-রাজ্যপালের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বিভিন্ন মহলে। বৃহস্পতিবার ফের টুইটে মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা দিলেন জগদীপ ধনকর। সংবিধান দিবসের সকালে পরপর দুটি টুইট করেন রাজ্যপাল। একটি টুইটে সকলকে মৌলিক কর্তব্য পালনে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। পরের টুইটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন তিনি। সংবিধান পালনের পরামর্শ দেন তিনি। সরকারি কর্মীদের উদ্দেশ্য করে লেখেন, "রাজনৈতিক মতাদর্শ ছেড়ে সরকারি কর্মীদের সংবিধানের মশাল হতে হবে।

সংবিধানের আদর্শ মানতে আর্জি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি. স.) : সংবিধানের আদর্শ মেনে চলতে আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার তিনি টুইটে লেখেন, ভারতের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর আদল দেওয়ার জন্য সংবিধান দিবসে ডঃ বি আর অম্বেদকর এবং কন্সটিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। আসুন, সংবিধানের আদর্শ আমরা সবাই মেনে চলি।

মান্যতা দিই সার্বভৌমত্ব, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, বিচার, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব এবং সমতা প্রভৃতির ওপর।

পাঁচজন

● প্রথম পাতার পর

বাহিনী এবং পুলিশ দল ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখান থেকে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ।আহতদের মধ্যে দু জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। চালকের অসাবধানতার কারণেই পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে। গন্ডাছড়া থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন পথদুর্ঘটনা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

ক্ষত আজও শুকিয়ে যায়নি। ১২টি বছর পার হয়ে গেলেও স্বজনদের হারানোর বেদনা পরিবারের সদস্যদের সাথে গোটা দেশবাসীকেই ব্যথিত করছে। তাই, মুম্বাই হামলায় নিহতদের প্রতি বছর সারা দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

আজ এক টুইট বার্তায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ২৬/১১ মুম্বাই হামলায় নিহত নিরীহদের শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি। আমি নিরীহ সকল নিহত ও শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে যাঁরা আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছেন সেই সমস্ত সাহসী যোদ্ধাদের স্যালুট করছি। তাঁরা সর্বদাই আমাদের হৃদয়ে থাকবেন।

মমতা

তিনের পাতার পর

ঘটনাস্থল থেকে কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে প্রথমে আটক করার চেষ্টা হলেও পরবর্তীকালে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ । এর পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্টা অভিযোগের সুরে বলেন, 'রেলের জমির জন্য এবং বিজেপির রাজনীতি করার জন্য মাজেরহাট ব্রিজ চালু পিছিয়ে গেল। এই ব্রিজ এক বছর আগে চালু হয়ে যেত ওদের জন্যে হল না। ওদের জন্য মানুষকে হয়রানি হতে হচ্ছে'। মুখ্যমন্ত্রীর আরও অভিযোগ, 'ভোটের সময় বড় বড় ভাষণ দিচ্ছে। ন''মাস অনুমতি দেয়নি রেল। অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বিজেপি কি করছিল তখন'।

এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী দাবি করে জানান, ' যত উন্নয়নমূলক কাজ সব আমি করে দিয়েছি। রেলের ১০০ শতাংশ অনুমতি না পেলে মাজেরহাট ব্রিজ শুরু করা যাচ্ছে না, যেহেতু ব্রীজের নীচ দিয়ে রেল যাবে তাই রেলের অনুমতি দরকার'। এরপরে কৈলাস বিজয়বর্গীয় গ্রেফতারি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। ছবি তোলার জন্য এসব করছে। বিজয়বর্গীয়কে পুলিশ গ্রেফতার করেনি। তাও বলা হচ্ছে গ্রেফতার করা হয়েছে। গাড়িতে উঠে গিয়ে বলছে আমাকে এ্যারেস্ট করুন। বিক্ষোভের নামে নাটক হচ্ছে। আমি আন্দোলন থেকে উঠে এসেছি তাই বুঝি আন্দোলন কি জিনিস। এরা আন্দোলন না করে ছবি তোলার জন্য এইসব মজার নাটক করছে মজার পার্টি একটা'।

মিশ্র সাড়া

● প্রথম পাতার পর

পুলিশের সামনেই তিন যুবক গাড়ি থামিয়ে মহিলা যাত্রী সহ অন্যান্য ছাত্রদের মারধর করে বলে অভিযোগ। ট্রাফিক পুলিশের সামনে এ ঘটনা সংঘটিত হলেও ট্রাফিক পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয় বলে অভিযোগ। ঘটনা সংঘটিত করে অভিযুক্ত তিন যুবক পালিয়ে যায়। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় উন্মত্ত যুবকদের এ ধরনের কান্ড ঘিরে যাত্রী সাধারণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় ।অবিলম্বে অভিযুক্ত তিন যুবককে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন আক্রান্ত মহিলা সহ অন্যান্য যাত্রীরা ।কেন গাড়ি দাঁড় করিয়ে যাত্রীদের গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করা হয় এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করলে আসল রহস্য উদ্ঘাটন হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় জনগণ।

এদিকে রাজধানীর কৃষ্ণনগর হরিশ নগর রোড এ সিপিআই রাজ্য সদর কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানানো হয়েছে ।ঘটনার পর সংগঠনের নেতৃবৃন্দ দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ঘটনার নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং কটুর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

১০ টি ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন ও গন সংগঠন সমূহের ডাকা দেশ ব্যাপী ধর্মঘটের তেমন কোন প্রভাব পড়েনি রাজধানীর বিভিন্ন বাজার গুলিতে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন বাজার গুলিতে দেখা যায় ব্যবসায়ীরা তাদের দোকান খুলে বসেছে। তবে সকালের দিকে দোকানপাট কিছুটা কম খোলা থাকলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে দোকানপাট খোলা হয়। মাছ, মাংস থেকে শুরু করে সবজি ব্যবসায়ী সকলে তাদের দোকান খুলে বসেছে। রাজধানীর বাজার গুলিতে ক্রেতাদের সমাগমও ঘটে। তবে অন্যান্য দিনের তুলনায় এইদিন বাজার গুলিতে ক্রেতাদের ভিড় কিছুটা কম ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই বলা চলে এইদিন রাজধানীর বাজার গুলিতে ধর্মঘটের তেমন কোন প্রভাব পড়েনি। তবে ব্যবসায়ীরা জানান এইদিন ধর্মঘটের কারনে অনেকে বাড়ি থেকে বের হয়নি। ফলে বাজারে ক্রেতাদের তেমন একটা ভিড় হয়নি। ক্রেতা সমাগম কম হওয়ায় ব্যবসাও তেমন একটা ভাল হয়নি।

দেশ জুড়ে ২৪ ঘণ্টা সাধারন ধর্মঘটের কিছুটা প্রভাব পড়েছে রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থার উপর। এইদিন সকাল থেকে রাজধানীর নাগেরজলা স্ট্যান্ড, রাধানগর স্ট্যান্ড ও চন্দ্রপুর আই.এস.বি.টি-তে ঠাই দাড়িয়ে থাকতে দেখা যায় দূরপাল্লার বাস গাড়ি গুলিকে। স্ট্যান্ডে যথেষ্ট পরিমাণে যান বাহন থাকলেও ধর্মঘটের কারনে যাত্রী তেমন একটা ছিল না। ফলে এক দুটি বাস এইদিন চলাচল করে। রাধানগর থেকে এইদিন খোয়াই কিংবা কমলপুরের উদ্দেশ্যে অন্যান্যদিনের ন্যায় বাস ছারেনি। কারন পর্যাপ্ত পরিমাণে যাত্রী নেই। তবে কিছু কিছু ছোট যানবাহন চলেছে। একই আবস্থা চন্দ্রপুর আই.এস.বি.টি-তেও। এখান থেকে ধর্মনগর, তেলিয়ামুড়ার উদ্দেশ্যে বাস অন্যান্য দিনের ন্যায় না ছারলেও কিছু কিছু ছোট যানবাহন ছেড়েছে। অপরদিকে নাগেরজলা স্ট্যান্ড থেকে সাব্রুম, জোলাইবাড়ি, শান্তিরবাজার, উদয়পুর, সোনামুড়া, বক্সনগর, বিলোনিয়ার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু বাস রওয়ানা হয়। তবে পর্যাপ্ত পরিমাণে যাত্রী নেই। ছোট যানবাহন চলছে। তাও যাত্রী স্বল্পতার কারনে অন্যান্য দিনের তুলনায় কম। বাস চালক, মালিক এমনকি যাত্রী সকলের ব্যক্তব্য গাড়ি পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। কিন্তু যাত্রী স্বল্পতার কারনে বাস অন্যান্য দিনের ন্যায় ছাড়া যাচ্ছে না। ফলে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। বাস মালিকরা জানান তারা এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেন না। কারন এমনিতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত। তাই এইদিন তারা বাস চালানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। যাত্রী হলে বাস ওনারা চালাবেন।

বৃহস্পতিবার সমগ্র দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও চলছে ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘট। আর এই ধর্মঘটের মধ্যে এইদিন সকালে রাজধানীর অফিসলেনস্থিত সিআইটিইউ অফিসে হামলা চালায় কিছু দুষ্কৃতি। সিআইটিইউ অফিসের সাইনবোর্ড ভেঙ্গে ফেলা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান সিআইটিইউ নেতৃত্ব তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে। তিনি জানান এইদিন রাজ্যে ধর্মঘট সফল। যারা ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছে তারা সাধারন মানুষের কোন সমর্থ পায়নি। তাই তারা জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পুলিশের সামনে সিআইটিইউ অফিসে হামলা চালায়।

রাজধানীর কৃষ্ণনগর হরিশ ঠাকুর লেনস্থিত সিপিআই-র রাজ্য দপ্তরে হামলা চালায় এক দল দুষ্কৃতি। ১০ টি ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন ও গনসংগঠন সমূহের ডাকে সমগ্র দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চলছে ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘট। আর এই ধর্মঘট চলাকালিন সময়ে সিপিআই-র রাজ্য দপ্তরে হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। সিপিআই-র রাজ্য দপ্তরের সকল আসবাবপত্র ভেঙ্গে ফেলা হয়। টেবিল, চেয়ার সবকিছু ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে ঘটনার সময় কেউই দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত ছিল না। পড়ে ঘটনার খবর পেয়ে দলের কর্মী সমর্থকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সিপিআই-র রাজ্য পরিষদের সদস্য বিক্রমজিৎ সেনগুপ্ত এই ঘটনার নিন্দা জানান। এবং এই ঘটনার জন্য তিনি শাসক দলের দিকে আঙ্গুল তুলেন।

রাজধানীর কৃষ্ণনগর হরিশ ঠাকুর লেনস্থিত সিপিআই-র রাজ্য দপ্তরে বৃহস্পতিবার হামলা চালায় এক দল দুষ্কৃতি। সিপিআই-র রাজ্য দপ্তরের সকল আসবাবপত্র ভেঙ্গে ফেলা হয়। টেবিল, চেয়ার সবকিছু ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর এইদিন বিকালে সিপিআই-র রাজ্য দপ্তর পরিদর্শনে যান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। সাথে ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস সহ অন্যান্যরা। সিপিআই-র রাজ্য দপ্তরের ঘটনা সরজমিনে দেখার পর বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার জানান শাসক দলের চূড়ান্ত দুর্বলতার নিদর্শন এইটা। এইটা শক্তি নয়। জন বিচ্ছিন্নতা থেকে হতাশা।

ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বিজেপি দুষ্কৃতিরা বাম সংগঠনর বিভিন্ন দলীয় অফিসে হামলা চালায়। ভাঙচুর করে দলীয় কার্যালয়ের বিভিন্ন সামগ্রী। এদিন ঘটনার পর দুপুরে পরিদর্শনে যান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি এদিন কৃষ্ণ নগর সিপিআই রাজ্য কার্যালয় এবং কর্নেল চৌমুহনিসিত এস ইউ সি আই কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরে তিনি বলেন, বিজেপি চূড়ান্ত দুর্বলতার নিদর্শন এটা। জন বিচ্ছিন্নতা থেকে হতাশায় ভুগছে। গত দুদিন দীর্ঘ প্রচেষ্টার পরও বনধ —এর বিরুদ্ধে মানুষকে নিতে পারে নি। তাই এই ধরনের কাজ করেছে বলে জানান তিনি। এদিন দলীয় কার্যালয়গুলি পরিদর্শনে এছাড়াও ছিলেন সি পি এম -এর রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস, সি আই টি ইউ রাজ্য সভাপতি মানিক দে সহ অন্যান্যরা।

১০ টি ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন ও গন সংগঠন সমূহের ডাকা ২৪ ঘণ্টা ধর্মঘটের কোন প্রভাব পড়েনি রাজ্যের রেল পরিষেবার ক্ষেত্রে। এইদিন রাজ্যে রেল পরিষেবা অন্যান্য দিনের ন্যায় স্বাভাবিক ছিল। আগরতলা-সাব্রুম, আগরতলা -ধর্মনগর, আগরতলা-উদয়পুর অন্যান্য দিনের ন্যায় রেল আসা যাওয়া করে। ফলে রেল যাত্রীদের কোন ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়নি। তবে অন্যান্য দিনের তুলনায় যাত্রী এইদিন কিছুটা কম ছিল। আগরতলা রেল স্টেশনে দেখা যায় ধর্মনগর, আমবাসা, তেলিয়ামুড়া, উদয়পুর, সাব্রুম, বিলোনিয়া যাওয়ার জন্য সকাল থেকে যাত্রীরা ভিড় জমায়। অন্যান্য দিনের ন্যায় নির্ধারিত সময়ে রেল চলাচল করে। এক যাত্রী জানান অন্যান্য দিনের ন্যায় নির্ধারিত সময়ে রেল চলাচলের ফলে কোন ধরনের সমস্যা হচ্ছে না। রেল পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে।

ধর্মঘটের মধ্যে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের বাস পরিষেবা এইদিন স্বাভাবিক রাখা হয়েছে। অন্যান্য দিনের ন্যায় এইদিনও রাজধানীর কৃষ্ণনগরস্থিত ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের কার্যালয়ের সামনে থেকে টিআরটিসি বাস গুলি নির্দিষ্ঠ গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে ছাড়ে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান দিপক মজুমদার। তিনি জানান টিআরটিসি-র যে সকল বাস পরিষেবা চালু ছিল, সেই বাস গুলি এইদিনও চলাচল করছে। সাব্রুম, বিলোনিয়ার উদ্দেশ্যেও টিআরটিসি বাস এইদিন গিয়েছে। এই কর্মনাশা জনবিরোধী ধর্মঘটের বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষ সরব হয়েছে। তাই কোন মানুষকে যেন পরিবহনের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে না হয়, তার জন্য অন্যান্য দিনের ন্যায় এইদিনও টিআরটিসি-র সকল বাস চলাচল করছে। টাউন বাস পরিসেবাও স্বাভাবিক রাখা হয়েছে।

১০ টি ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন ও গনসংগঠন সমূহের ডাকা দেশ ব্যাপী ২৪ ঘণ্টা ধর্মঘটের কোন প্রভাব পড়েনি এডিসি এলাকা গুলিতেও। বিশেষ করে খোয়াই জেলার এডিসি এলাকায় বাজার, দোকানপাট, স্কুল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবকিছুই এইদিন খোলা ছিল। খোয়াই মহকুমার ছনখোলা, বাইজালবারি, হাত কাটা , বাচাই বাড়ি, বেহালা বাড়ি, তুলাসিকর এই সকল বাজারে অন্যান্য দিনের ন্যায় এইদিনও ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। মাছ মাংস থেকে সবজি বাজার সব কিছুই খোলা ছিল। সবজি ব্যবসায়ীরা অন্যান্য দিনের ন্যায় দোকান খুলে সবজি বিক্রয় করে। এডিসি ভিলেজ কার্যালয় গুলিতেও এইদিন কাজ চলে স্বাভাবিক ভাবে। ধর্মঘটের সমর্থনে কোথাও কেউ পিকেটিং করেনি। পদ্মবিল ব্লকের ক্ষীরোদ নগর এডিসি ভিলেজের চেয়ারম্যান পার্থ দেববর্মা জানানা এডিসি এলাকায় এইদিন সবকিছু ছিল স্বাভাবিক। যান বাহন চলেছে স্বাভাবিক ভাবে। ধর্মঘটের কোন প্রভাব পড়েনি। এডিসি এলাকার পরিবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ।

দেশব্যাপী ২৪ ঘণ্টা ধর্মঘটের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাজধানীর রাস্তায় নেমে পিকেটিং করে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তায় এইদিন পৃথক পৃথক ভাবে ধর্মঘটের বিরোধিতা করে পিকেটিং করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। পিকেটিং-এর নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি সদর জেলা শহরাঞ্চল কমিটির সভাপতি ডঃ অলক ভট্টাচার্য, বিজেপি নেতা দিপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। রাজধানীর বটতলা, বড়দোয়ালি, নাগের জলা ইত্যাদি স্থানে পিকেটিং করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিজেপি সদর জেলা শহরাঞ্চল কমিটির সভাপতি ডঃঅলক ভট্টাচার্য জানান শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী, কৃষক স্বার্থ বিরোধী এই ধর্মঘটকে মানুষ বাঞ্চাল করে দিয়েছে। ২৬নভেম্বর সংবিধান দিবস। এইদিন টিকে মানুষ সংবিধান দিবস হিসাবে পালন করছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার তিনি সংবিধান বুঝেন, কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষমতার রাজনিতির জন্য এইদিন টিকে কলঙ্কিত করেছেন।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ১০ টি ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন ও গন সংগঠন সমূহের ডাকে দেশ জুড়ে শুরু হয় ২৪ ঘণ্টা ধর্মঘট। আর এই কর্মনাশা ধর্মঘটের ফলে শ্রমিক, দিন মজুরদের এইদিন সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়। কারন দিন মজুর শ্রমিকরা সারা দিন কাজ করার পর পরিবারের সকলের জন্য খাবার ক্রয় করে বাড়িতে নিয়ে যায়। কিন্তু এইদিন ধর্মঘটের কারনে তাদের কপালে জুটেনি কাজ। ফলে তাদের কপালে চিন্তার ভাজ। কারন দিনের শেষে কি করে পরিবারের সকলের জন্য খাবার ক্রয় করে নিয়ে যাবেন। আগরতলা শহরের বটতলা এলাকায় প্রতিদিন সকালে দিন মজুর শ্রমিকরা কাজের জন্য ভিড় জমান। আর যাদের শ্রমিকের প্রয়োজন তারা বটতলা এসে প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমিক নিয়ে যান। কিন্তু এইদিন বটতলা এলাকায় এই সকল দিন মজুরদের ঠাই দাড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। কারন ধর্মঘটের কারনে এইদিন তাদের কপালে কাজ জুটেনি। কাজ পাওয়ার আশায় সকাল থেকে দীর্ঘ সময় তারা বটতলা এলাকায় এসে দাড়িয়ে থাকে। দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে থাকার পর কাজ না পেয়ে এক প্রকার ভারাক্রান্ত মনে তারা এইদিন বাড়ি ফিরে যায়। দিন মজুর শ্রমিকরা এইদিন স্পষ্ট জানায় এমনিতেই বর্তমানে আগের মতো কাজ পাওয়া যায় না। একদিন কাজ জুটলে, আবার দুইদিন কাজ জুটেনা। তারা কাজ করে সংসার চালায়। তাই তারা কাজের পক্ষে। ধর্মঘট তারা চায় না। তারা কাজ চায়।

রাজধানী আগরতলা শহরের গান্ধী ঘাট এলাকায় এক মহিলার চা দোকানে ভাঙচুর চালানো দুস্কৃতিকারীরা। রাতের অন্ধকারে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। অসহায় মহিলার জীবন-জীবিকার তাগিদে চা দোকান করে যা রোজগার করতেন তা দিয়ে সংসার চালাতেন। তিনি স্টিল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। রাস্তার পাশে তার চায়ের দোকানে ভাঙচুর করার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। দোকানে ভাংচুরের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন তিনি রীতিমতো ভেঙ্গে পড়েন। চা দোকানে ওই মহিলা জানান দোকানে যা বিক্রি হতো তা দিয়েই তিনি ভাড়া বাড়ির ভাড়া মেটাতেন এবং সংসার চালাতেন। রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতিকারীরা দোকানটি ভেঙে চুরমার করে দাবায় তিনি অসহায় হয়ে পড়েছেন। মহিলা জানান কারো সঙ্গে তার কোনো শত্রুতা নেই। কে বা কারা এ ঘটনা সংঘটিত করেছে সে সম্পর্ক তার কিছুই জানা নেই। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই।

ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর পুর পরিষদ এর ১৫ নং ওয়ার্ডে একটি মোটর বাইক পুড়িয়ে দিয়েছে দুস্কৃতিকারীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে কৈলাশহর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে বাইকে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার এর সংবাদ দেই। এটি একটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাবরুমের ছোটখিলে বটতলা সিপিআইএম পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পার্শবর্তী একটি দোকান ভষ্মিভূত হয়ে গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে সিপিআইএমের নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। উল্লেখ্য বৃহস্পতিবার বন্ধ চলা কালে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। অভিযোগের তীর শাসক দল বিজেপির দিকে।এ ব্যাপারে সাবরুম থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে পুলিশ।

তিন বছর

● প্রথম পাতার পর

মালিককে ডেকে এনে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। এমনকী খোদ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রেও জোর করে দোকানপাট খোলানো হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তবে রাজধানীর মেলারমাঠের একটি হোটেল মালিককে আক্রমণ করার ঘটনারও তীব্র নিন্দা জানান তিনি।

শ্রী সরকার বলেন, তিনবছর হতে না হতেই এই সরকারটির প্রতি মানুষ আস্থা হারিয়েছে। বর্তমান সরকার এন্টি ইনকামবেন্সি কবলে পড়ে ফ্যাসিস্ট সুলভ আক্রমণ চালাচ্ছে। যা কোনভাবেই রাজ্যবাসী আগামীদিন মেনে নেবে না। বন্‌ধকে কেন্দ্র করে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রাজ্যে দুইজন সাংবাদিক আক্রান্ত ও শারীরিক ভাবে নিগৃহীত হয়েছেন।

এই ঘটনাকে রাজ্যের গণতন্ত্রের চতুর্থস্তম্ভের উপর আক্রমণ বলে মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। পিকেটিং প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজকের বন্‌ধে কোন ধরনের পিকেটিং করা হয়নি। মানুষ তার বিচারবুদ্ধি দিয়েই বন্‌ধকে সমর্থন করবে কি করবে না তার সিদ্ধান্ত নেবে। তাই বন্‌ধ আহ্বানকারীদের পক্ষ থেকে কোন ধরনের পিকেটিং করা হয়নি।

বড়জলায়

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই রামনগর ফাঁড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছায়। পরে এনসিসি থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি এয়ার গান উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। একই সাথে মারপিটের ঘটনার সাথে যুক্ত এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম দুলাল শুক্ল দাস। এনসিসি থানার এক পুলিশ অফিসার জানান প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে মারপিটের ঘটনায় যারা যুক্ত ছিল, তাদের মধ্যে এক জনের কাছে এয়ার গান ছিল। তবে এই এয়ার গান কার কাছে ছিল তা জানা যায়নি। ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে এই এয়ার গানের মালিক ও মারপিটের ঘটনায় যুক্ত বাকিদের আটক করা হবে বলেও জানান তিনি।

বিজিবির

● প্রথম পাতার পর

বিগত দিনে বিএসএফ-বিজিবি যৌথভাবে দুই দেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত এবং নতুন মাত্রায় পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা করছে।

মিস্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

ছিলেন একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তার মৃত্যুতে পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে ।মৃত পরিবারের লোকদেরকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

প্রত্যাশিত জয়ে শিরোপা লড়াইয়ে ইতালি

উয়েফা নেশন্স লিগের ফাইনালসে উঠতে জয়ের বিকল্প ছিল না। দাপুটে পারফরম্যান্সে সমীকরণ মিলিয়েছে ইতালি। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিপক্ষে প্রত্যাশিত জয়ে লক্ষ্য পূরণ করেছে দারুণ ছন্দে এগিয়ে চলা দলটি।লুকাকুর জোড়া গোলে ফাইনালসে বেলজিয়াম প্রতিপক্ষের মাঠে বুধবার রাতে 'এ' লিগের এক নম্বর গ্রুপের শেষ রাউন্ডে ২-০ গোলে জিতেছে চারবারের বিশ্বকাপ জয়ীরা। একটি করে গোল করেন আন্দ্রেয়া বেলোত্তি ও দোমেনিকো বেরার্দি।

গ্রুপের অন্য ম্যাচে পোল্যান্ডের মাঠে ২-১ গোলে জিতেও লাভ হয়নি নেদারল্যান্ডসের। এই দুই দল টিকে থাকছে 'এ' লিগে। 'বি' লিগে নেমে গেছে বসনিয়া।

ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি ও বেলজিয়ামকে নিয়ে আগামী বছরের অক্টোবরে হবে চার দলের ফাইনালস।শুরু থেকে আক্রমণাত্মক খেলা ইতালি ২২তম মিনিটে পায় সাফল্যের দেখা। বাঁ দিক থেকে লরেন্সো ইনসিনিয়ের ক্রসে ডি-বক্সে ছুটে গিয়ে দারুণ ভলিতে বল জালে পাঠান বেলোত্তি।তিন মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারতো। শুরুর একাদশে ফেরা বেরার্দির জোরালো শট দারুণ দক্ষতায় ফিরিয়ে দেন স্বাগতিক গোলরক্ষক।৩৩তম মিনিটে নিকোলো বারেল্লার ক্রসে ছয় গজ বক্সে লাফিয়ে উঠেও বলে মাথা ছোঁয়াতে পারেননি এমেরসন পালমিয়েরি। একটু পর প্রতিপক্ষের একটি শট ফিরিয়ে ইতালির ত্রাতা গোলরক্ষক জানলুইজি দোন্নারুম্মা।

দ্বিতীয়ার্ধেও একের পর এক আক্রমণ করা ইতালি ৬৬তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে। মানুয়েল লোকাতেল্লির দারুণ চিপ পাসে ভলিতে ঠিকানা খুঁজে নেন বেরার্দি। আগের ম্যাচে পোল্যান্ডের বিপক্ষে বদলি নেমে একটি গোল করেছিলেন ২৬ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড।শেষ দিকে গোল পেতে পারতেন বেরার্দির বদলি নামা ফেদেরিকো বের্নার্দেস্কি। কিন্তু তার শট ক্রসবারে লাগলে ব্যবধান বাড়েনি। এই নিয়ে টানা ২২ ম্যাচে অপরাজিত রইলো ইতালি। সবশেষ হেরেছিল পর্তুগালের বিপক্ষে, ২০১৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। ছয় ম্যাচে তিনটি করে জয় ও ড্রয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করল ইতালি। তিন জয় ও দুই ড্রয়ে নেদারল্যান্ডসের ১১ পয়েন্ট। দুই জয় ও এক ড্রয়ে পোল্যান্ডের পয়েন্ট ৭। ২ পয়েন্ট বসনিয়ার।

মারাদোনাকে দ্রুত সমাহিত করার ভাবনা পরিবারের

আর্জেন্টিনা সরকারের এক সুত্রের বরাত দিয়ে রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরিবারের পক্ষ থেকে মারাদোনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দ্রুত শেষ করার কথা ভাবছে। আনুষ্ঠানিকভাবে অবশ্য এ বিষয়ে এখনও কিছু বলা হয়নি।কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে গত বুধবার মারা যান ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচিত ১৯৮৬ বিশ্বকাপজয়ী মারাদোনা। প্রিয় তারকাকে শেষবারের মতো বিদায় জানাতে বুয়েন্স আইরেসের রাস্তায় নেমে এসেছে হাজারো ভক্ত-সমর্থক।

মারাদোনা পরিবারের ভাবনা, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বুয়েন্স আইরেসের উপকণ্ঠে বেইয়া ভিস্তা কবরস্থানে তার সমাধি হবে, যেখানে শুয়ে আছেন তার মা-বাবাও।

তবে তা শুক্রবার সকাল পর্যন্ত দেরি হতে পারে বলেও জানিয়েছে তারা।

স্মিথকে ঘায়েলের পথ বাতলে দিলেন টেন্ডুলকার

স্টিভেন স্মিথের অপ্রথাগত ব্যাটিংয়ে বোলাররা লাইন-লেংথে গড়বড় করে ফেলেন প্রায়ই। শর্ট বলে খানিকটা যে দুর্বলতা ছিল, ভারত সিরিজের আগে সেই জায়গায়ও নিজেকে প্রস্তুত বলে তিনি দিয়েছেন হুঙ্কার। তবে শচিন টেন্ডুলকার খুঁজে বের করেছেন এই অস্ট্রেলিয়ানকে ঘায়েল করার পথ। ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি মনে করছেন, চতুর্থ ও পঞ্চম স্টাম্পের মাঝে বল করেই কেবল স্মিথকে বিপাকে ফেলা সম্ভব।টেস্টে সাধারণত

বোলাররা অফ স্টাম্প বা চতুর্থ স্টাম্প লক্ষ্য করে বোলিং করেন। কিন্তু স্মিথের ক্ষেত্রে ওই লাইন কার্যকর হবে বলে মনে করেন না টেন্ডুলকার। উইকেটে এই অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানের সবসময় নড়াচড়া ও শাফল করে ব্যাটিং করার কৌশলের কারণে আরেকটু দূরে বল করার পরামর্শ দিলেন তিনি।আসছে অস্ট্রেলিয়া-ভারত সিরিজে স্মিথ যে বড় পার্থক্য গড়ে দিতে পারেন, ভালো করেই জানেন টেন্ডুলকার। তাই ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআইয়ের মাধ্যমে স্মিথকে পরীক্ষায় ফেলার উপায় ভারতের বোলারদের জানালেন দলটির সাবেক এই তারকা ব্যাটসম্যান।"স্মিথের টেকনিক অপ্রথাগতটেস্টে আমরা সাধারণত বোলারদের অফ স্টাম্পের আশেপাশে, হয়তো চতুর্থ স্টাম্পে বল করতে বলে থাকি। কিন্তু স্মিথের জন্য, যেহেতু সে শাফল করে, ওই লাইন সম্ভবত চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি সরে যাবে।""স্মিথের ব্যাটের কানা পেতে হলে, বোলারকে চতুর্থ ও পঞ্চম স্টাম্পের মাঝে লক্ষ্য করে বল করতে হবে। আমি যতটুকু পড়েছি, স্মিথ বলেছে, সে শর্ট বলের জন্য প্রস্তুতসে সম্ভবত প্রত্যাশা করছে, বোলাররা তার বিপক্ষে আক্রমণাত্মক থাকবে। কিন্তু আমার মনে হয়, তাকে অফ স্টাম্পের ওই জায়গায় বল করে পরীক্ষায় ফেলা প্রয়োজন।

নাঈম ৪০, ঢাকার বাকি সবাই ৩৯

টি-টোয়েন্টি বিশেষজ্ঞ বলে বিবেচিত অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানের রান ১০ বলে শূন্য। এরপর অধিনায়কের বিদায় প্রথম বলেই রিভার্স সুইপ খেলে। এই দুটি কেবল উদাহরণ। মোহাম্মদ নাঈম শেখ ছাড়া ঢাকার বাকি ব্যাটসম্যানদেরও একই দশা। বোলিংয়ে তাদেরকে গুঁড়িয়ে ব্যাটিংয়েও উড়িয়ে দিল চট্টগ্রাম।৯ উইকেটের জয়ে বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ শুরু করল গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম। টুর্নামেন্টের ফেভারিট দলগুলির একটি বেক্সিমকো ঢাকা হেরে গেল প্রথম দুই ম্যাচই।মিরপুর শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার ঢাকার ইনিংস ৮৮ রানেই শেষ করে দেয় চট্টগ্রাম।ঢাকার ইনিংসের প্রায় অর্ধেক রান আসে নাঈম শেখের ব্যাট থেকে। ২৩ বলে করেন তিনি ৪০। দলের বাকি সব ব্যাটসম্যানের সম্মিলিত রান ৩৯। বাকি ৯ রান অতিরিক্ত।

ছোট্ট রান তাড়ায় সৌম্য সরকার ও লিটন দাসের উদ্বোধনী জুটিই চট্টগ্রামকে নিয়ে যায় জয়ের কাছে। কেবল লিটনের উইকেট হারিয়ে জিতে যায় তারা ১০.৫ ওভারে।

৩৩ বলে ৩৪ রানে আউট হন লিটন। সৌম্য অপরাজিত থেকে যান ২৯ বলে ৪৪ রানে।টস জিতে বোলিং নেওয়া থেকে শুরু করে সবকিছুই এগোয় চট্টগ্রামের পরিকল্পনামতো। বাঁহাতি পেসার শরিফুল ইসলামের দুর্দান্ত বোলিংয়ে শুরু হয় তাদের দাপট। বল হাতে মোসাদ্দেক হোসেন, নাহিদুল ইসলামরাও দিয়েছেন যোগ্য সঙ্গ। শুরুতে খরুচে হলেও মুস্তাফিজুর রহমান ও তাইজুল ইসলাম পরে ঘুরে দাঁড়িয়ে শিকার ধরেন দুটি করে।শুরুতে ছন্দ পেতে একটুও সময় নেননি শরিফুল। ম্যাচের দ্বিতীয় ও নিজের প্রথম ওভারে তিনি ফিরিয়ে দেন বিপজ্জনক তানজিদ হাসান তামিমকে।ওই ওভারে কোনো রানই দেননি শরিফুল। টুর্নামেন্টের চতুর্থ ম্যাচে এসে প্রথম মেডেন নিতে পারলেন কোনো বোলার।তানজিদের বিদায় কেবলই শুরু। একের পর এক ব্যাটসম্যান অনুসরণ করতে থাকেন তাকে।তিনে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে কাজে লাগাতে ব্যর্থ সাব্বির রহমান। অনেক দিন ধরেই নিজেকে হারিয়ে খোঁজা ব্যাটসম্যান ব্যাটে-বলে করতেই ধুঁকছিলেন। শরিফুলের বলেই ফেরেন তিনি ১০ বলে শূন্য করে।

শট নির্বাচনে আরও চমকে দেন মুশফিকুর রহিম। দলের অমন নড়বড়ে শুরুর পর উইকেটে গিয়ে প্রথম বলেই অফ স্পিনার নাহিদুল ইসলামকে রিভার্স সুইপ খেলেন ঢাকা অধিনায়ক, গ্লাভসে লেগে বল যায় স্লিপের হাতে।এক পাশে যখন ব্যাটসম্যানদের এই দুরবস্থা, আরেক পাশে নাঈম শেখ তখন পুরো ভিন্ন রূপে। পায়ের কাজ নিয়ে আগের দুর্বলতার জায়গায় বেশ উন্নতি করেছেন বলে মনে হয়েছে। খেলেছেন চোখধাঁধানো কয়েকটি ড্রাইভ। মুস্তাফিজকে পরপর দুই বলে মেরেছেন চার-ছক্কা। নতুন অ্যাকশনে বল করতে আসা বাঁহাতি স্পিনার তাইজুলকে প্রথম দুই বলেই উড়িয়েছেন ছক্কায়।আকবর আলিও ততক্ষণে বেশ ভালো শুরু করেছেন। দুজনের জুটি জমে উঠতে শুরু করেছে। তখনই আবার চিত্র বদলে দেন মোসাদ্দেক হোসেন। এক ওভারেই ফিরিয়ে দেন তিনি এই দুজনকেই।দায় বেশি অবশ্যই দুই ব্যাটসম্যানেরই। উইকেট সোজা বল কাট করতে গিয়ে বোল্ড আকবর (১৩ বলে ১৫)। জোরের ওপর করা ডেলিভারি সামনে না খেলে পেছনের পায়ে খেলতে গিয়ে পায়ে লেগে বোল্ড নাঈম।পরের ব্যাটসম্যানরাও আর পারেননি তেমন কিছু। ঢাকা তাই পারেনি একশর কাছে যেতেও। ৫ ব্যাটসম্যানের নামের পাশে শূন্য রান।চট্টগ্রামের ৬ বোলারের সবাই পেয়েছেন উইকেটের দেখা। অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুনের বোলিং পরিবর্তন ও মাঠ সাজানোও ছিল বেশ নজরকাড়া।৮৮ রানের পুঁজিতে লড়াই করা কঠিন। সৌম্য ও লিটন সেই সুযোগও দেননি ঢাকাকে।

৯.৪ ওভারে ৭৯ রানের জুটি গড়েন দুজন। জয়ের কাছে গিয়ে লিটন বোল্ড হন নাসুম আহমেদের নিচু হওয়া বলে। সৌম্য ফেরেন দলের জয় নিয়ে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

বেক্সিমকো ঢাকা: ১৬.২ ওভারে ৮৮ (তানজিদ ২, নাঈম ৪০, সাব্বির ০, মুশফিক ০, আকবর ১৫, শাহাদাত ২, আবু হায়দার ০, মুক্তার ১২, নাসুম ৮, রুবেল ০, মেহেদি রানা ০*; নাহিদুল ৩-০-১৩-১, শরিফুল ৩-১-১০-২, মুস্তাফিজ ৩.১-১-১৩-২, মোসাদ্দেক ২-০-৯-২, তাইজুল ৪-০-৩২-২, সৌম্য ১-০-২-১)।

গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম: ১০.৫ ওভারে ৯০/১ (লিটন ৩৪, সৌম্য ৪৪*, মুমিনুল ৮*; রুবেল ৩-০-২৩-০, মেহেদি ৩-০-৩০-০, আবু হায়দার ২-০-১৫-০ মুক্তার ১-০-১০-০, নাসুম ১-০-৫-১, শাহাদাত ০.৫-০-৭-০)। ফল: গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম ৯ উইকেটে জয়ী

কোভিড-১৯: আক্রান্ত পাকিস্তান দলের ৬ জন

দেশ থেকে চার দফায় কোভিড-১৯ পরীক্ষা করিয়ে যাওয়ার পরও বড় বিপাকে পড়ল পাকিস্তান। নিউ জিল্যান্ডে পৌঁছানোর পর প্রথম পরীক্ষায় পজিটিভ হয়েছেন দলের ৬ জন সদস্য।

ক্রিকেট নিউ জিল্যান্ডের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৬ জনের ৪ জন নতুন আক্রান্ত। বাকি ২ জনের আগে থেকেই ছিল। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য নিশ্চিত করা হয়নি, এই ৬ জনের কজন ক্রিকেটার, কজন ম্যানেজমেন্টের অংশ বা তারা কারা।আক্রান্তদের ক্রাইস্টচার্চে আলাদা আইসোলেশন সেন্টারে রাখা হবে। দলের বাকিরা কোয়ারেন্টিনে থাকবেন আলাদা।নিয়ম অনুযায়ী, নিউ জিল্যান্ডে ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে পাকিস্তান দলকে। তবে পরীক্ষায় নেগেটিভ হওয়া ক্রিকেটারদের ঘরবন্দি থাকতে হবে চার দিন। এরপর কোয়ারেন্টিনে থেকেই অনুশীলন করতে পারবেন তারা।৬ জন পজিটিভ হওয়ার পাশাপাশি কোয়ারেন্টিনের নিয়ম ভেঙেও আলোচনার জন্ম দিয়েছে পাকিস্তান দল। নিউ জিল্যান্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেছে, আইসোলেশনের প্রথম দিনেই কয়েকজনের বিধি ভাঙার ব্যাপারটি ধরা পড়েছে সিসিটিভিতে। এটা নিয়ে পাকিস্তান দলকে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কিউই বোর্ডের পক্ষ থেকে সফরকারীদের কোয়ারেন্টিনের বিধি আবারও ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।এই সফরে তিনটি টি-টোয়েন্টি ও দুটি টেস্ট খেলবে পাকিস্তান দল। ১৮ ডিসেম্বর শুরু টি-টোয়েন্টি সিরিজ, ২৬ ডিসেম্বর থেকে টেস্ট সিরিজ।সফর শুরুর আগেই পাকিস্তান হারিয়েছে ফখর জামানকে। দেশে করোনাভাইরাস পরীক্ষায় নেগেটিভ হলেও পরে

Notive Inviting Quotation

Sealed quotations are invited by Tripura State Computerization Agency, a society under the Directorate of Information Technology, Govt. of Tripura (hereafter termed as TSCA/DIT) from the CERT-In empanelled agency for Web Application Security Audit Service complied with "Guidelines for Indian Government Websites (GIGW)". Detailed quotation document can be downloaded from https: / dit. tripura. gov. in and http : / tripura.gov.in .

Member Secretary
ICA/C-2249/2020-21 Tripura State Computerization Agency

GOVERNMENT OF TRIPURA
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 13/EE/MCD/P1ND(R&B)/2020-21, Dated:-20-11-2020

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, Medical College Division, ,PWD(R8, 11), Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two Bid) from the eligible bidders up to 3.00 PM on 21-12-2020 for the work Proposed construction for creation of barrier free environment in 14(fourteen) state Government buildings at Agartala for the benefit of the persons with disabilities under the accessible India campaign (AIC) during the year 2019-20 / SH: Construction of perking bay , accessible path way with tactile guiding handrails on stair, corridors, unisex toilet for disable persons etc. for 3 (Three) No. different existing building of Regional Institute of pharmaceutical science and technology, Agartala .(3rd Call)

For details visit website https://tripuratenders.aov.in and contact at 9436131244/7005353321. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-2242/2020-21
Executive Engineer
Medical College Division,
PWD(R&B) Agartala,
West Tripura.

ডেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল রেলের সংক্ষিপ্ত পরিসমাপ্তি

রেল নং. ০৫৬৬৪/০৫৬৬৩ শিলচর-আগরতলা-শিলচর এক্সপ্রেস স্পেশাল রেলটির যাত্রা প্রারম্ভ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, রেল নং. ০৭৬৮৯/০৭৬৯০ সাব্রুম-ধর্মনগর-সাব্রুম ডেমু প্যাসেঞ্জার রেলটি আগামী ০১-১২-২০২০ তারিখ থেকে কার্যকরি হওয়া আগরতলায় সংক্ষিপ্ত পরিসমাপ্তি করার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই রেলটি সাব্রুম-আগরতলা-সাব্রুমের মধ্যে চলাচল করবে এবং আগরতলা-ধর্মনগর-আগরতলার মধ্যে আংশিক প্রত্যাহার করা হবে।

যাত্রীর অসুবিধার জন্য দুঃখিত

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত যে সকল আমানতকারি ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সাব্রুম মহকুমাস্থিত, 'Sub Plant Business Ltd. its other agencies সাব্রুম ব্রাঞ্চ এ টাকা জমা রেখে ফেরত পাননি তাদের আগামী ৩০/১১/২০২০ইং তারিখ থেকেত ৩০/১১/২০২০ইং তারিখের মধ্যে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ প্রমাণ সহকারে (প্রাপ্তির অনুলিপি) আবেদপত্র সাব্রুম মহকুমা শাসকের অফিসে প্রতিদিন অফিস চলাকালীন সময়ে (সকাল ১১টা হইতে বিকেল ৪ঘটিকা পর্যন্ত) জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া আবেদন গ্রহণ হবে না। উক্ত তারিখের পরে আর কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

স্বাঃ
মহকুমা শাসক
সাব্রুম, দক্ষিম ত্রিপুরা জেলা
ICA/D-934/2020-21

No F.5 (13)-SCERT/SSMTSE/2020/1271
Dated, Agartala, the 24/112020

Notice Inviting e-Tender (NIeT)

Director, SCERT, Abhoynagar, Agartala, Tripura invites Notice Inviting e-Tender (N leT) in 2(two) bid system (Technical & Financial) with contract type for the following work:
Name of Work : Design, Printing, Packing, Sealing and Delivery of OMR sheets without Carbon copy and Question papers to State Council of Educational Research & Training (SCERT), Agartala and Scanning & Evaluation of filled up Answer sheets.
Tender ID:- F_5_13_SCERT_SSMTSE_2020
Estimated Cost: Rs. 7,00,000/- (Rupees seven lakh)
Earnest Money: Rs. 14,000/- (Rupees fourteen thousand)
Tender Fee: - Rs.1,000/- (Rupees one thousand)

1.	Completion period for the work:	10 days
3.	Document Downloading Start Date	20/11/2020, 11.30 AM
4.	Bid Submission Start Date	20/11/2020, 11.30 AM
5.	Pre-bid Meeting	23/11/2020 , 12 noon in the Office of the Director, SCERT
5.	Document Downloading End Date	04/12/2020, 17.30 PM
6.	Bid Submission End Date	04/12/2020, 17.30 PM
7.	Bid Opening Date	05/12/2020, 12:00 PM onward

Please visit https://tripuratenders.gov.in for details and bidding. Interested bidder or his/her representative may attend during the process of opening of Notice Inviting e-Tender (NleT).

ICA/C-2247/2020-21
Director
SCERT, Agartala.

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

করোনা ভ্যাকসিন প্রদানে সাংবাদিকদের অগ্রাধিকারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। করোনা ভ্যাকসিন প্রদানের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের অগ্রাধীকার দেওয়া জন্য ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে চিঠি দিয়ে আবেদন জানিয়েছে। ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রণব সরকার বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, সাংবাদিক, চিত্র সাংবাদিক সহ সংবাদকর্মীরা করোনা পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে চলেছেন। দুর্ভাগ্যজনক রাজ্যের একজন সাংবাদিকেরও করোনা সংক্রমিত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। করোনা ভ্যাকসিন প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্যের সকল সাংবাদিক, চিত্র সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য দাবি জানানো হচ্ছে। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়নেরও দাবি জানানো হয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা বনধ রাজ্যে সর্বাত্মক, দাবি বামেদের

আগরতলা, ২৬ নভেম্বর (হি.স.)।। হামলা, হুমকি উপেক্ষা করে ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা বনধ ত্রিপুরার জনগণ সার্বিকভাবে সর্বাত্মক সফল করেছেন। এক বিবৃতিতে বামেরা এই দাবি করেছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আজ ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও বিভিন্ন সেক্টরের জাতীয় ফেডারেশনগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক ও কৃষক বিরোধী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছিল। ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি এই ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। ত্রিপুরায় এই ধর্মঘটকে বানচাল করার জন্য বিজেপি-র হুমকি, হামলা উপেক্ষা করে রাজ্যের জনগণ ধর্মঘটকে সার্বিকভাবে সর্বাত্মক সফল করায় ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

বামেদের দাবি, ধর্মঘট বানচালে ব্যর্থ হয়ে বিজেপি-আশ্রিত সমাজবিরোধীরা সিআইটিইউ রাজ্য দফতর, বামফ্রন্টের শরিক সিপিআই-এর রাজ্য দফতর এবং এসইউসিআই (সি)-র রাজ্য দফতরে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে। আগুনে ভস্মীভূত করা হয়েছে সাব্রুমের বটতলা, ছটেখিলের সিপিআই (এম) কার্যালয় এবং বটতলার একটি দোকান। বিজেপি-আশ্রিত দুস্কৃতীরা সাব্রুমের ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (হ-গ-ব)-র মহকুমা কার্যালয়টিও আগুনে ভস্মীভূত করেছে। এমন-কি, গন্ডাছড়াস্থিত সিপিআই (এম)-এর মহকুমা দফতরে তালা লাগানো হয়েছে। বামেরা বলেন, কুমারঘাট, জিরানিয়া, খয়োই প্রভৃতি স্থানে নিগৃহীত হয়েছেন আটজন সিপিআই (এম) কর্মী। এ-ছাড়া বিজেপি-র সমাজদ্রোহীদের হামলায় বক্সনগরে একজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। হামলা চালানো হয়েছে মেলারমাঠের একটি হোটেলে এবং একজনকে আহত করা হয়েছে।

বামেরা বিবৃতিতে দাবি করেছেন, সিপিআই রাজ্য দফতর আজ বন্ধ ছিল। শাবল দিয়ে দরজা ভেঙে অফিসের যাবতীয় আসবাবপত্র ভেঙে ড্রেনে ফেলে দিয়েছে দুস্কৃতিকারীরা। সাথে বই-কাগজপত্র বিনষ্ট করেছেন তারা। ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি বিজেপি-র সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের এ-সব ফ্যাসিস্টসুলভ আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছে এবং ওই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও আইনানুগ শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

এদিকে, সিপিআইএম রাজ্য কমিটি তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এদিনের ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া দিয়েছেন। রাস্তায় কিছু গাড়ি নামলেও যাত্রী ছিলনা। বিভিন্ন অফিসে লোকজন অনুপস্থিত ছিলেন। দলের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসায়ী, মোটরশ্রমিক এবং ব্যাঙ্ক কর্মীদের মারধোর করা হয়েছে। এইধরনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে সিপিআইএম।

প্রাক্তন বিধায়ীকা রীতা কর মজুমদারের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। প্রাক্তন বিধায়িকা রীতা কর মজুমদার এর জীবনাবসান হয়েছে। সাব্রুম বিধানসভা কেন্দ্রের একাধিকবার তিনি সিপিএম'র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দিতা করে জয়ী হয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছে সিপিআইএম। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এক বিবৃতিতে বলেছেন, রীতা কর মজুমদারের অকাল প্রয়াণ সাব্রুম মহকুমার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। শ্রী সরকার প্রয়াতার স্বামী ও সন্তান সহ পরিবার পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় শান্তিরবাজারে দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন রীতা কর মজুমদার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর।

ধর্মঘটের দিনে রাজধানী

কৃষকদের অভিযানে জলকামান হরিয়ানা পুলিশের, আহত বহু আন্দোলনকারী

আম্বালা (হরিয়ানা), ২৬ নভেম্বর (হি.স.): কৃষি বিলের প্রতিবাদে পঞ্জাব ও হরিয়ানা-সহ কয়েকটি রাজ্যের কৃষকদের "দিল্লি চলো" অভিযানকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল শম্ভু সীমান্তে (পঞ্জাব-হরিয়ানা সীমান্ত)। নয়া কৃষক আইনের প্রতিবাদে বুধবার থেকে পথে নেমেছেন কৃষকরা। বৃহস্পতিবার সকালে শম্ভু সীমান্তে পৌঁছয় কৃষকরা। আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল হরিয়ানা পুলিশের বিশাল বাহিনী। দিল্লিমুখী কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান চালায় হরিয়ানা পুলিশ, কাঁদানে গ্যাসও ব্যবহার করা হয়। আন্দোলনকারী কৃষকরাও পাল্টা পাথর ছোড়েন। মুহূর্তের মধ্যেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় শম্ভু সীমান্ত। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশি কয়েকজন পুলিশ কর্মী ও আন্দোলনকারী। কৃষকদের আটকাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে হরিয়ানা পুলিশ।

বৃষ্টি ও ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করেই বৃহস্পতিবার সকালে পঞ্জাবে হরিয়ানা সীমান্তে জড়ো হন হাজার হাজার আন্দোলনকারী কৃষক। শান্তিতেই নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে দিল্লি অভিমুখে যাচ্ছিলেন কৃষকরা। কিন্তু, পঞ্জাবের সঙ্গে সীমান্ত পুরোপুরি সিল করে দেয় হরিয়ানা সরকার। মোতায়েন করা হয় প্রচুর সংখ্যক পুলিশ বাহিনী। দিল্লি লাগিয়ে হরিয়ানা সীমান্তেও বাহিনী মোতায়েন করা হয়। রোহতক-ঝাজ্জার সীমান্তে বাহিনী মোতায়েন করা হয়। কৃষকদের মিছিল শম্ভু সীমান্ত পৌঁছতেই ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে হরিয়ানা পুলিশ। জলকামান চালায় হরিয়ানা পুলিশ, কাঁদানে গ্যাসও ব্যবহার করা হয়।

হরিয়ানা পুলিশের এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রা, নভজোৎ সিং সিধু প্রমুখ। কেজরিওয়াল টুইট করে লিখেছেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি কৃষি বিল কৃষক বিরোধী। এই বিল প্রত্যাহার করার পরিবর্তে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের উপর জলকামান ব্যবহার করা হচ্ছে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার।" কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রা টুইট করে লিখেছেন, "কৃষকদের কথা শোনার পরিবর্তে প্রবল ঠান্ডার মধ্যেই তাঁদের উপর জল ছেটানো হচ্ছে। কৃষকদের কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে।"

কাউকেই ছাড়ছে না করোনা, এবার আক্রান্ত দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রাই

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাস কাউকেই ছাড়ছে না! এবার কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রাই। বৃহস্পতিবার গোপাল রাই নিজেই জানিয়েছেন, "আমার করোনা-রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।" সম্প্রতি তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন, তাঁদেরও করোনা-পরীক্ষা করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। এদিন সকালে হিন্দিতে টুইট করে গোপাল রাই লিখেছেন, "প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেওয়ায় করোনা-টেস্ট করিয়েছিলাম। সেই রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। সম্প্রতি আমার সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁরাও করোনা-পরীক্ষা করান এবং সুস্থ থাকুন।"

গোপাল রাই দিল্লির তৃতীয় মন্ত্রী যিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন। সেপ্টেম্বর এবং জুন মাসে, যথাক্রমে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। দিল্লিতে এই মুহূর্তে করোনাভাইরাসের প্রকোপ হু হু করে বাড়ছে। দৈনিক মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায় আক্রান্ত হলেন পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই।

আক্রান্ত সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৬ নভেম্বর।। সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত সাংবাদিক। ঘটনা, বৃহস্পতিবার বক্সনগরে। আক্রান্ত সাংবাদিকের নাম সরিফ আহমেদ। কয়েকজন দুস্কৃতিকারী তাকে আহত করেছে। তিনি দূরন্ত টিভির সাংবাদিক বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, এই ঘটনায় আগরতলা প্রেস ক্লাব, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন, ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এবং দোষিদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব থেকে রক্ষা পুদুচেরির, আপাতত বৃষ্টি চলবে চেন্নাইয়ে

চেন্নাই ও পুদুচেরি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): যেমনটা আশঙ্কা করা হয়েছিল, ততটা তাণ্ডব চালায়নি ঘূর্ণিঝড় "নিভার"। প্রবল হাওয়ার গতিতে তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির বিভিন্ন প্রান্তে গাছ উপড়ে পড়েছে ঠিকই, তবে কোথাও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। নিভার-এর প্রভাবে বুধবার মধ্যরাতে ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টি হয় তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে। বুধবার রাত ১১.৩০ মিনিট থেকে বৃহস্পতিবার ভোররাত ২.৩০ মিনিটের মধ্যে পুদুচেরির কাছে উপকূল থেকে অগ্রসর হয় "নিভার"। এরপর অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়। ঘন্টায় ১০০-১২০ কিলোমিটার গতিবেগে অগ্রসর হতে হতে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে "নিভার"। পরবর্তী তিন ঘন্টায় হাওয়ার গতিবেগ নেমে আসে ৬৫-৭৫ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় "নিভার" উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হয়ে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। কর্ণাটকের দক্ষিণ-আভ্যন্তরীন জেলায় সাইক্লোনিক স্টোর্মে পরিণত হবে। অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণ উপকূল এবং তামিলনাড়ুর উত্তর উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হচ্ছে। শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে চেন্নাইয়ে।

ঝড়ের তাণ্ডবে পুদুচেরির কামারাজ নগর এলাকা-সহ বিভিন্ন স্থানে উপড়ে পড়ে গাছ। এদিন সকালেও বৃষ্টি চলতে থাকে। এদিন সকালেই ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী ভি নারায়ণস্বামী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, "বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্যাপক পরিমানে বৃষ্টিপাত হয়েছে। কোথাও প্রাণহানির খবর নেই। এখানে এমন বৃষ্টি এর আগে কখনও দেখিনি।" অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় "নিভার"-এর তাণ্ডবে তামিলনাড়ুতে বিশেষ কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। "নিভার"-এর প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার সকাল ন'টা পর্যন্ত চেন্নাই বিমানবন্দরে বিমান ওঠা-নামা বন্ধ রাখা হয়। রাতভর বৃষ্টিতে চেন্নাইয়ের বিভিন্ন প্রান্তে জল জমে যায়। বিভিন্ন স্থানে ভেঙে পড়ে গাছ।

দিল্লির কীর্তি নগরে বিধ্বংসী আগুন, ভস্মীভূত ৫০টি ঝুপড়ি

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার ভয়াবহ আগুন লাগল পশ্চিম দিল্লির কীর্তি নগর এলাকায়। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে গিয়েছে কমপক্ষে ৫০টি ঝুপড়ি। ঠান্ডার মধ্যেই গৃহহীন হয়ে পড়লেন অসংখ্য মানুষ। সৌভাগ্যবশত এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। দিল্লি দমকলের সিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, বুধবার রাত ১২.৪০ মিনিট নাগাদ কীর্তি নগর এলাকায় আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১২টি ইঞ্জিন।

আগুন লাগার কিছুক্ষনের মধ্যেই ঝুপড়ির ভিতরে থাকা এলপিজি গানস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। ফলে আগুন আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। অতুল গর্গ জানিয়েছেন, এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, প্রায় ৫০টি ঝুপড়ি পুড়ে গিয়েছে। এছাড়াও ঝুপড়ির বাসিন্দাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কীর্তি নগরের অগ্নিকাণ্ডের আতঙ্ক কাটতে না কাটতেই, বৃহস্পতিবার ভোরে আগুন লাগে দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির গোবিন্দপুরী এলাকায় অবস্থিত একটি দোকানে। ভোর ৪.৪৬ মিনিট নাগাদ দোকানে আগুন লাগে। খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। দোকানের ভিতরে থাকা সিলিন্ডার ফাটার কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পরে দমকল কর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

ভারতে করোনা-আক্রান্ত আরও ৪৪,৪৮৯ জন, মৃত্যু বেড়ে ১,৩৫,২২৩

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): পরিস্থিতি দিন দিন হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। ভারতে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। বহু চেষ্টা করেও মারণ এই ভাইরাসের সংক্রমণে রাশ টানাই যাচ্ছে না। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৯২.৬৬-লক্ষতে পৌঁছে গেল করোনা-সংক্রমণ। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯২,৬৬,৭০৬-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৫২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৪,৪৮৯ জন।

বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৩৫,২২৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৬,৩৬৭ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮৬,৭৯,১৩৮ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৪৪ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৭,৫৯৮ জন।

২৫ নভেম্বর (বুধবার সারা দিনে) ভারতে ১০,৯০,২৩৮টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ১০,৯০,২৩৮টি স্যাম্পেলের মধ্যে পজিটিভ এসেছে ৪৪,৪৮৯টি স্যাম্পেল, বাকিগুলি নেগেটিভ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এ পর্যন্ত দেশে ১৩,৫৯,৩১,৫৪৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

শান্তিপূর্ণ আন্দোলন কৃষকদের সাংবিধানিক অধিকার : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): দিল্লিমুখী কৃষকদের রুখতে হরিয়ানা সরকারের পদক্ষেপকে তীব্র নিন্দা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, "শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করা কৃষকদের সাংবিধানিক অধিকার।" নিন্দা করেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রাও। প্রিয়াঙ্কার টুইট করে লিখেছেন, "কৃষকদের কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে।"

প্রবল ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করেই বৃহস্পতিবার সকালে পঞ্জাবে, হরিয়ানা সীমান্তে জড়ো হন হাজার হাজার আন্দোলনকারী কৃষক। শান্তিতেই নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে দিল্লি অভিমুখে যাচ্ছিলেন কৃষকরা। বৃহস্পতিবার কৃষকদের মিছিল শম্ভু সীমান্ত (পঞ্জাব-হরিয়ানা সীমান্ত) পৌঁছতেই ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে হরিয়ানা পুলিশ। জলকামান চালায় হরিয়ানা পুলিশ, কাঁদানে গ্যাসও ব্যবহার করা হয়। এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করে কেজরিওয়াল টুইট করে লিখেছেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি কৃষি বিল কৃষক বিরোধী। এই বিল প্রত্যাহার করার পরিবর্তে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের উপর জলকামান ব্যবহার করা হচ্ছে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার।" আবার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রা টুইট করে লিখেছেন, "কৃষকদের কথা শোনার পরিবর্তে প্রবল ঠান্ডার মধ্যেই তাঁদের উপর জল ছেটানো হচ্ছে। কৃষকদের কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে।"

আলিগড়ে গাফিলতিতে সদ্যোজাতের মৃত্যু, তদন্তের নির্দেশ জেলাশাসকের

আলিগড় (উত্তর প্রদেশ), ২৬ নভেম্বর (হি.স.): সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থাতেই জন্ম নিয়েছিল ছোট্ট শিশুকন্যাটি। কিন্তু, ঘন্টাখানেক পরই পরিবারকে জানানো হল, মৃত্যু হয়েছে সদ্যোজাত শিশুকন্যার। এমনকি নবজাতকের শরীরে কোনও জন্তুর কামড়েরও চিহ্ন ছিল। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে উত্তর প্রদেশের আলিগড়ের একটি হাসপাতালে। সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক। নবজাতকের পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতেই মৃত্যু হয়েছে তাঁদের সন্তানের।

আলিগড়ের পিলখুনি গ্রামের বাসিন্দা ওই শিশুকন্যার পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতেই মৃত্যু হয়েছে তাঁদের শিশুর। এছাড়াও নবজাতকের শরীরে জন্তুর কামড়ের চিহ্নও ছিল। শিশুটির কাকা জানিয়েছেন, "সুস্থ অবস্থাতেই জন্ম নেওয়া সত্বেও, এক ঘন্টা পর আমাদের জানানো হয় মৃত্যু হয়েছে নবজাতকের। শিশুকন্যার মুখে জন্তুর কামড়ের দাগ ছিল।"

শিশুমৃত্যুর ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আলিগড়ের জেলাশাসক। এসডিএম আলিগড়, পঙ্কজ কুমার জানিয়েছেন, জেলাশাসক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। হাসপাতালের ডেপুটি সিএমও এবং স্টেশন হাউস অফিসার তদন্ত করছেন।

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু ১,৪৪৪ জনের, সক্রিয় রোগী ১০ হাজারের বেশি

হায়দরাবাদ, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৮৬২ জন এবং দৈনিক মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৬৬৯০৪ এবং এযাবৎ মৃত্যু হয়েছে ১,৪৪৪ জনের। স্বস্তি দিয়ে তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ২,৫৪,৬৭৬ জন।

বৃহস্পতিবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৮৬২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,৫৪,৬৭৬ জন করোনা-রোগী। বুধবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১০,৭৮৪ জন।

ভারতে চিকিৎসাধীন ৪.৮৮ শতাংশ রোগী, ১৩.৫৯ কোটি করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ১৩.৫৯-কোটি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে সুস্থতার হার ৯৩.৬৬ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৩,৫৯,৩১,৫৪৫-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১০.৯০ লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৫ নভেম্বর (বুধবার সারা দিনে) ভারতে ১০,৯০,২৩৮টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১৩,৫৯,৩১,৫৪৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ৪.৮৮ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১৩৫,২২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৫২৪ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮,৬৭,৯১,৩৮ জন (৯৩.৬৬ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪,৫২,৩৪৪ জন করোনা-রোগী (৪.৮৮ শতাংশ)।

ধর্মঘটে সকালেই বিশৃঙ্খলা জেলার নানা স্থানে, বারাসতে সরকারি বাসে তালা

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): ধর্মঘট ঘিরে সকাল থেকেই বিভিন্ন জেলায় অশান্তির খবর পাওয়া যাচ্ছে। ১৬টি শ্রমিক সংগঠনের ডাকে বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘট। ধর্মঘটে সামিল হয়েছে বাম ও কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন। নৈতিক সমর্থন রয়েছে তৃণমূলেরও। কোচবিহারে চলন্ত সরকারি বাসে ঢিল ছুড়ে কাচ ভেঙে দেয় ধর্মঘট সমর্থনকারীরা। যাত্রী না থাকায় কেউ আহত হননি। কেশব রোডে রাস্তায় গাড়ির চাকা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পরে পুলিশ গিয়ে তা সরিয়ে দেয়। কোচবিহার বাস গুমটি এলাকায় সকালে সিটু-র তরফে পিকেটিং করা হয়। পাশাপাশি, ধর্মঘটের বিরোধিতায় মিছিল করে আইএনটিটিইউসি। উত্তর ২৪ পরগণায় টাকি রোড ও যশোর রোডের সংযোগস্থলে বারাসতের চাঁপাডালি মোড়ে বামেদের পথ অবরোধ। শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর মেন শাখায় শ্যামনগর স্টেশনের কাছে ১০ মিনিট রেল অবরোধ করেন ধর্মঘট সমর্থনকারীরা। মধ্যমগ্রাম স্টেশনের কাছে ডাউন বনগাঁ লোকাল লক্ষ্য করে ধর্মঘটীরা পাথর ছোড়ায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। বারাসত বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীদের নামিয়ে সরকারি বাসে তালা লাগিয়ে দেন ধর্মঘটীরা। বাস মালিকদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।